पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১৫তম তল), দক্ষিণ উইং
১১, হেমন্ত বসু সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০১
E-mail ID : cs8267@pnb.bank.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর শর্তাবলী সহ পঠনীয়। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনস্বার্থে এবং বিশেষ করে দেনাদার (গণ) এবং জামিনদার (গণ) কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া হয়েছে / চার্জ করা হয়েছে, যার গঠনমূলক / বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক / সুরক্ষিত পাওনাদার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, নীচের টেবিলে উল্লিখিত তারিখে "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে", এবং "সেখানে যা আছে" হিসাবে বিক্রি করা হবে, সংশ্লিষ্ট দেনাদার (গণ) এবং জামিনদার (গণ) এর কাছ থেকে ব্যাঙ্ক / সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে তার পাওনা পরিশোধের জন্য। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না টাকা জমা নীচের সারণীতে উল্লিখিত হিসাবে থাকবে।

সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ

ক্রম নং	শাখার নাম অ্যাকাউন্টের নাম দেনাদার/জামিনদারের নাম এবং ঠিকানা অ্যাকাউন্ট নং(সমূহ), সম্পত্তি আইডি	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম [সম্পত্তি (সমূহের) বন্ধকদাতা]	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) দখলের তারিখ ঘ) দখলের অবস্থা ঙ) লেনদেন আধিকারিক এবং নম্বর	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি-র শেষ তারিখ) গ) বিড ইনিক্রমেন্ট অর্থাঙ্ক ঘ) ই-নিলামের তারিখ/সময় ঙ) যদি কোন দায় থাকে
১.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ (৮২৬৭০০) মেসার্স শ্রী সারদা এন্টারপ্রাইজের মালিক: শ্রী শঙ্কর লাল দত্ত ১/২এ, নীলাম্বর মুখার্জি স্ট্রিট কলকাতা - ৭০০০০৪ মেসার্স শ্রী সারদা এন্টারপ্রাইজের মালিক: শ্রী শঙ্কর লাল দত্ত ৭, রাম গোপাল ঘোষ, কাশিপুর কলকাতা - ৭০০০০২ শ্রী শংকর লাল দত্ত পিতা- বিনোদ বিহারী দত্ত ১/২এ, নীলাম্বর মুখার্জি স্ট্রিট কলকাতা -৭০০০০৪ অ্যাকাউন্ট নম্বর: ০০৭৫২৫০২০১১৭৯	১০০৫ বর্গফুট (সুপার বিল্ট-আপ এলাকা) পরিমাপের একটি সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ ও পার্সেলের ওপর ইকুইটেবল মর্টগেজ স্থাপন করা হলো। এই সম্পত্তিতে ৩টি শোবার ঘর, বারান্দা, রান্নাঘর এবং নিচতলায় একটি বাথরুম ও মেজানাইন ফ্লোর রয়েছে; এছাড়া তিনতলা বিশিষ্ট এই আবাসিক ভবনের নিচতলায় একটি গ্যারেজ সুবিধাও অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি কলকাতা পৌরনিগমের ১২ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত প্রেমিসেস নং ১/২৬, হোল্ডিং নং ৭১, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, নীলাম্বর মুখার্জি স্ট্রিট, পো. ও থানা- শ্যামপুকুর, কলকাতা - ৭০০০০৪ ঠিকানায় অবস্থিত। ২০০৯ সালের আই-২১১০ নং দানপত্র অনুযায়ী, এই সম্পত্তিটি শ্রী শঙ্কর দত্ত-এর নামে নথিবদ্ধ রয়েছে। উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ; উত্তরে: নীলাম্বর মুখার্জি স্ট্রিট; পূর্বে: কে. সি. দাস-এর বাড়ি; দক্ষিণে: হরিপদ দত্ত দিগর-এর বাড়ি; এবং পশ্চিমে: জয়ন্ত বিশ্বাস-এর বাড়ি।	ক) ১৩.১০.২০২২ খ) ৯২,৩৯,৬৫৯.৬২ এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ এবং চার্জ সহ প্রযোজ্য হিসাবে গ) ২৯.১২.২০২২ (প্রতীকী) ঘ) প্রতীকী দখল ঙ) যোগাযোগ : উজ্জ্বল অধিকারী ম্যানেজার, মোবাইল - ৯৮০৪৪৬৭৫৯২	ক) ৩০.৫০ লক্ষ টাকা খ) ৩.০৫ লক্ষ টাকা (৩০.০৩.২০২৬) গ) ০.২০ লক্ষ টাকা ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত ঙ) ব্যাঙ্কের নিকট জানা নেই
২.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ (৮২৬৭০০) মেসার্স বকুল এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী - কানু বিশ্বাস, কচুয়া বাজার, পোঃ - কাঁকপুল, থানা - অশোকেনগর, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩২৭২ কানু বিশ্বাস মেসার্স বকুল এন্টারপ্রাইজ-এর মালিক ২৪৫/১৮/এ, কাঁকপুল, পোঃ - কাঁকপুল থানা - অশোকনগর, পিন - ৭৪৩২৭২ অমলা বিশ্বাস, স্বামী-কানু বিশ্বাস, ২৪৫/১৮/এ, কাঁকপুল, পোঃ - কাঁকপুল থানা - অশোকনগর, পিন - ৭৪৩২৭২ অ্যাকাউন্ট নং ১৫১৯২১০০৩১৮১৫, ১৫১৯৩০০০১৫৪২৮ এবং ১৫১৯৩০০০১৫৬৩১	মৌজা;কাঙ্কপুল, জে. এল. নং ৩৩, আর. এস. নং ১৪০, তৌজি নং ২১৬৮, এল. আর. খতিয়ান নং ১৬৩৮, নতুন নিজস্ব এল. আর. খতিয়ান নং ২৭৭৯, সি. এস. দাগ নং ১২৩১, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং ১২৮০-এর অধীন; অশোকনগর কল্যাণগড় পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের স্থানীয় এখতিয়ারভুক্ত, হোল্ডিং নং ৫/১০৪/১৪৯ (নতুন হোল্ডিং নং ০৫/১১৬/৩৪৫)-এর অন্তর্গত; প্রায় ০৭ ডেসিমেল পরিমাপের এবং তদুপরি ভবনসহ অবস্থিত সমস্ত বাস্তু জমির অংশবিশেষ;যা ২০০৯ সালে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং ৩৩০৩ (বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ১৩, পৃষ্ঠা ১৫৮১ থেকে ১৫৯১-এ নথিবদ্ধ)-এর মাধ্যমে বর্ণিত; এবং যার চারদিকের সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে;অসীম দাসের সম্পত্তি; দক্ষিণে;প্লট নং ১২৮৩-এর সম্পত্তি; এবং পূর্বে; প্লট নং ১২৮১-এর সম্পত্তি।	ক) ০৯.০৯.২০২১ খ) ২১,০৩,৯১৫.৯১ এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ এবং চার্জ সহ প্রযোজ্য হিসাবে গ) ০৮.১২.২০২১ (প্রতীকী) ঘ) প্রতীকী দখল ঙ) যোগাযোগ : অরূণ কুমার, সিনিয়র ম্যানেজার, মোবাইল - ৯১১০৯৯০৪৬৭	ক) ২৪.৭০ লক্ষ টাকা খ) ২.৪৭ লক্ষ টাকা (৩০.০৩.২০২৬) গ) ০.২০ লক্ষ টাকা ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত ঙ) এসএ/৯৪/২০২৩ ডিআরটি-৩ কলকাতা
৩.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ (৮২৬৭০০) মেসার্স প্রিয়ম ফার্নিচার, স্বত্বাধিকারী ঃ অভিজিৎ কর্মকার নতুন পল্লী পশ্চিম, পোঃ - সোনারপুর, কলকাতা, সোনারপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৫০ শ্রীমতী প্রতিমা রানী মন্ডল, স্বামী- শ্রী প্রবাস চন্দ্র মন্ডল বিবেকানন্দ পল্লী, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০ অভিজিৎ কর্মকার নতুন পল্লী পশ্চিম, পোঃ- সোনারপুর কলকাতা, সোনারপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৫০ অ্যাকাউন্ট নং ০১৪৩২৫০০১১৮৫৭	জমি ও দালানের ন্যায্য বন্ধক মৌজা- ঘাসিয়ারা, জে.এল. নং ২৩, আর. এস. নং ৪৫, ৪৭, তৌজি নং ২৫০, এল. আর. দাগ নং. ৩৪৯, ৩৫৮, এল. আর. খৈতান নং ২৩৮০, হোল্ডিং নং ১৩৯৯, ঘাসিয়ারা, ওয়ার্ড নং ১১, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার অধীন এখতিয়ারাধীন পি. সোনারপুর পৌরসভার অধীনস্থ প. মালিকানাধীন সম্পত্তি: শ্রীমতি প্রতিমা রানী মন্ডল, স্বামী- শ্রী প্রবাস চন্দ্র মন্ডল।	ক) ০৫.০৭.২০১৯ খ) ৯২,৬৫,৩২৫.২০ এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ এবং চার্জ সহ প্রযোজ্য হিসাবে গ) ১১.০৯.২০১৯ (প্রতীকী) ঘ) প্রতীকী দখল ঙ) যোগাযোগ : রতন দাস, সিনিয়র ম্যানেজার, মোবাইল - ৭৬০৫০১৮২২৪	ক) ২৯.৮০ লক্ষ টাকা খ) ২.৯৮ লক্ষ টাকা (৩০.০৩.২০২৬) গ) ০.২০ লক্ষ টাকা ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত ঙ) এসএ/৬৬১/২০১৯ ডিআরটি-৩ কলকাতা
৪.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ (৮২৬৭০০) সঞ্জীব পাল পিতা- মৃত দীনেশ চন্দ্র পাল (এর ঋণগ্রহীতা এবং আইনি উত্তরাধিকারী গৌরিরানী পাল, মৃতের পর থেকে) ২/৭বি, বনমালী সরকার স্ট্রীট, হাটখোলা পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০৫ সন্দীপ পাল, (গৌরীরানী পালের আইনি উত্তরাধিকারী-মৃত হওয়ার পর থেকে), পিতা-মৃত দীনেশ চন্দ্র পাল ২/৭বি, বনমালী সরকার স্ট্রীট, হাটখোলা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০৫ সঞ্জীব পাল, পিতা- মৃত দীনেশ চন্দ্র পাল (গৌরীরানী পালের ঋণগ্রহীতা এবং আইনগত উত্তরাধিকারী - মৃত হওয়ার পর থেকে) গৌরী শঙ্কর অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক এ, ফ্ল্যাট নং ৪ই ৪র্থ তলা, ১৭১এ, নবীন চন্দ্র দাস রোড, পোঃ নওপাড়া, থানা - বরানগর, কলকাতা - ৭০০০৯০, পশ্চিমবঙ্গ। সন্দীপ পাল (মৃত্যুর পর থেকে গৌরীরানী পালের আইনি উত্তরাধিকারী), পিতা- মৃত দীনেশ চন্দ্র পাল গৌরী শঙ্কর অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক এ, ফ্ল্যাট নং ৪ই ৪র্থ তলা, ১৭১এ, নবীন চন্দ্র দাস রোড পোঃ- নপাড়া, থানা - বরানগর, কলকাতা - ৭০০০৯০, পশ্চিমবঙ্গ। অ্যাকাউন্ট নং ০০৭৫২০এনসি০০০০০১১৩	সম্পূর্ণ একক মালিকানাধীন আবাসিক ফ্ল্যাট, যার নম্বর ৪ই, যার মোট আয়তন ৭৯৫ বর্গফুট (সুপার বিল্ট-আপ এলাকা সহ;যা সামান্য কম বা বেশি হতে পারে), যা 'ব্লক-এ'-এর চতুর্থ তলায় দক্ষিণ-পূর্বমুখী অবস্থানে অবস্থিত। ফ্ল্যাটটিতে ২টি (দুটি) শোবার ঘর, ১টি (একটি) রান্নাঘর-সহ খাবার ঘর (কিচেন-কাম-ডাইনিং), ১টি (একটি) শৌচাগার এবং ১টি (একটি) বারান্দা রয়েছে। এর সাথে যুক্ত রয়েছে ১২ (বারো) কাঠা ১০ (দশ) ছটাক (কম বা বেশি) জমির আনুপাতিক অংশ। এই ফ্ল্যাটটি 'গৌরী শঙ্কর অ্যাপার্টমেন্ট' নামক ঋ৪ (ভূ-তল সহ পাঁচতলা) বিশিষ্ট ভবনে অবস্থিত। সম্পত্তিটি মৌজা-নোয়াপাড়া, তৌজি নং ১৭৩, জে.এল. নং ৯, আর.এস. নং ২২, আর.এস. খতিয়ান নং ৩২৪/৭২২, আর.এস. দাগ নং ১৮২ (যার সমতুল্য এল.আর. দাগ নং ১৮২)-এর অন্তর্গত। এর পৌর হোল্ডিং নং ৮৬৭, ওয়ার্ড নং ১৭; যা বরানগর পৌরসভার সীমানার অধীন। ঠিকানা: প্রাঙ্গণ নং ১৭/এ, নবীন চন্দ্র দাস রোড, পো.অ. নোয়াপাড়া, থানা-বরানগর, কলকাতা-৭০০৯০০, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা। এটি এ.ডি.এস.আর. কাশিপুর-দমদম-এর এখতিয়ারভুক্ত এলাকা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা। দলিল নং ১-১৫০৬-০৯৩৮২/২০২২ মূলে শ্রী সঞ্জীব পাল এবং শ্রীমতি গৌরী রানী পালের নামে এই সম্পত্তিটি নথিবদ্ধ রয়েছে। সম্পত্তির চারপাশের সীমানা বা চৌহদ্দি নিম্নরূপ;উত্তরে: ৭ ফুট ৩ ইঞ্চি চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ; দক্ষিণে: অন্য ব্যক্তির জমি; পূর্বে: অন্য ব্যক্তির জমি (যার ওপর স্থাপনা বা কাঠামো রয়েছে); এবং পশ্চিমে: ২২ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ।	ক) ২৩.০২.২০২৪ খ) ১৮,৫৬,২৯৪.১৫ এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ এবং চার্জ সহ প্রযোজ্য হিসাবে গ) ২৪.০৫.২০২৪ (প্রতীকী) ঘ) প্রতীকী দখল ঙ) যোগাযোগ : উজ্জ্বল অধিকারী ম্যানেজার, মোবাইল - ৯৮০৪৪৬৭৫৯২	ক) ২০.৫০ লক্ষ টাকা খ) ২.০৫ লক্ষ টাকা (৩০.০৩.২০২৬) গ) ০.২০ লক্ষ টাকা ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত ঙ) ব্যাঙ্কের নিকট জানা নেই
৫.	শাখা : এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ (৮২৬৭০০) মেসার্স ব্লু ফ্লেম এইচপি গ্যাস এজেন্সি অংশীদার : শ্রীমতী সীমা কাঞ্জিলাল এবং শ্রী মানস কাঞ্জিলাল ৭৬এইচ, সাউথ সিঁথি রোড, পোঃ - ঘুংঘুডাঙ্গা, দমদম, কলকাতা - ৭০০০৩০ শ্রীমতী সীমা কাঞ্জিলাল, মেসার্স ব্লু ফ্লেম এইচপি গ্যাস এজেন্সি-এর অংশীদার ৭৬এইচ, সাউথ সিঁথি রোড, পোঃ - ঘুংঘুডাঙ্গা, দমদম, কলকাতা - ৭০০০৩০ শ্রী মানস কাঞ্জিলাল, মেসার্স ব্লু ফ্লেম এইচপি গ্যাস এজেন্সি-এর অংশীদার ৭৬এইচ, সাউথ সিঁথি রোড, পোঃ - ঘুংঘুডাঙ্গা, দমদম, কলকাতা - ৭০০০৩০ অ্যাকাউন্ট নং ০৩১৯৩০০০১৩৯৩৪, ০৩১৯৩০০০১৫২৫১ এবং ০৩১৯২৫০৩০১৭৬৩	খতিয়ান নং ১৪২ (এল.আর. খতিয়ান নং ১০০০, ১১৩৮, ১১৬, ১৭৩, ৩৪৫ ও ৪৪০)-এর অন্তর্গত দাগ নং ৭-এর ৯৩ ডেসিমেল জমির মধ্য থেকে ১২ (বারো) কাঠা পরিমাপের সম্পূর্ণ জমিটি; যা মৌজা - ফিঙ্গা, জে.এল. নং ৪, আর.এস. নং ১০৭, পরগনা কালকাতা, তৌজি নং ১৭২-এর অধীনে; নিমতা থানার সীমানার মধ্যে, উত্তর দমদম পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ডে এবং এ.ডি.এস.আর. কাশিপুর-দমদম-এর এখতিয়ারভুক্ত উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত। উক্ত সম্পত্তিটি দলিল নং ১-০২৬৫৮/২০০৯ মূলে শ্রী মানস কাঞ্জিলাল-এর নামে নথিবদ্ধ আছে। সম্পত্তিটির চৌহদ্দি বা সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে - ৬'+৬' অর্থাৎ ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণে - ৬'+৬' অর্থাৎ ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্বে - অন্য ব্যক্তির জমি; পশ্চিমে - অন্য ব্যক্তির জমি। বিক্রেতা নং ১ থেকে ৩-এর মালিকানাধীন ০৪ কাঠা ১৪ ছটাক পরিমাপের সম্পূর্ণ জমি; বিক্রেতা নং ৪ থেকে ৬-এর মালিকানাধীন জমির উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত ০৫ ছটাক ১৭ বর্গফুট পরিমাপের জমি; বিক্রেতা নং ৭ থেকে ১০-এর মালিকানাধীন ০০ ছটাক ৩০ বর্গফুট পরিমাপের জমি; এবং বিক্রেতা নং ৭ থেকে ১০-এর মালিকানাধীন জমির উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত ১২ ছটাক ২০ বর্গফুট পরিমাপের জমি;এই সমুদয় জমি একত্রে মোট ০৬ (ছয়) কাঠা ০০ (শূন্য) ছটাক ২২ (বাইশ) বর্গফুট (কম-বেশি) পরিমাপের হয়। উক্ত জমিটি দাগ নং ৭, খতিয়ান নং ১৪২, এবং এল.আর. খতিয়ান নং ১০০০, ১১৩৮, ১১৬, ১৭৩, ৩৪৫, ৪৪০ ও ৭৮৫-এর অন্তর্ভুক্ত। জমিটি মৌজা-ফিংগা, জে.এল. নং ৪, রে.সা. নং ১০৭, পরগনা-কালিকাতা, তৌজি নং ১৭২-এর অধীনে; থানা-নিমতা, উত্তর দমদম পৌরসভার সীমানার অন্তর্গত ৩ নং ওয়ার্ডে এবং এ.ডি.এস.আর. কসিপুর-দমদম-এর এখতিয়ারভুক্ত উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত। উক্ত সম্পত্তিটি দলিল নং ১-০৩৩/২০১০ মূলে শ্রীমতী সীমা কাঞ্জিলাল (স্বামী-শ্রী মানস কাঞ্জিলাল)-এর নামে নথিবদ্ধ আছে। হস্তান্তরিত জমিটির চারদিকের সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে-১৪ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ এবং মানস কাঞ্জিলালের জমি; দক্ষিণে-আমির আলীর জমি; পূর্বে-সেলিম শেখের জমি; এবং পশ্চিমে-সাহানারা বিবি, রশিদ আলী মণ্ডল, নূর মোহাম্মদ ও অন্যান্যদের জমি।	ক) ১৬.০৩.২০২২ খ) ৪৮,৬৬,৩১৫.১৯ এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ এবং চার্জ সহ প্রযোজ্য হিসাবে গ) ৩১.০৫.২০২২ (প্রতীকী) ঘ) প্রতীকী দখল ঙ) যোগাযোগ : অরুণ কুমার সিনিয়র ম্যানেজার, মোবাইল - ৯১১০৯৯০৪৬৭	ক) ৯০.২০ লক্ষ টাকা খ) ৯.০২ লক্ষ টাকা (৩০.০৩.২০২৬) গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত ঙ) এসএ/৫৭৩/২০২২ ডিআরটি-৩ কলকাতা
৬.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ (৮২৬৭০০) মেসার্স শ্রী লক্ষ্মী এন্টারপ্রাইজ মালিক: শ্রী বিজয় পান্ডে খানবেড়িয়া, খালপাড়, আশুতি মেইন রোড মহেশতলা, কলকাতা - ৭০০১৪১ শ্রী বিজয় পান্ডে মালিক: মেসার্স শ্রী লক্ষ্মী এন্টারপ্রাইজ স্বপ্নিল, ফ্ল্যাট নং বি/৩, ২০এ, নাবালিয়া পাড়া রোড, বড়িশা, কলকাতা - ৭০০০০৮ অ্যাকাউন্ট নং ০০৮৬২৫০৩০০৫৬৮	১৭.৩৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার ওপর দণ্ডায়মান ভবনের ইক্যুইটেবল বন্ধক; যা মৌজা - সানপুকুরিয়া, জে. এল. নং ৩০, তৌজি নং ৬৩ ও ৬৪, আর. এস. নং ৪৮৮, আর. এস. খতিয়ান নং ২৪৬, পরগনা - মাগুরা, এল. আর. খতিয়ান নং ১২৬৭, এল. আর. দাগ নং ৬০৪-এর অন্তর্গত এবং চট্ট গ্রাম পঞ্চায়েত (বর্তমানে আশুটি - ১ গ্রাম পঞ্চায়েত)-এর এখতিয়ারভুক্ত; ঠিকানা: খানবেরিয়া, থানা - মহেশতলা, কলকাতা - ৭০০১৪১; দলিল নং ১২৫৫৮, তারিখ ১১-১১-২০১৮। সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ - উত্তরে: বাদল গুরোই-এর জমি; দক্ষিণে: পঞ্চায়েত রোড; পূর্বে: মালিকের নিজস্ব জমি ও সাধারণ যাতায়াতের পথ; পশ্চিমে: সুবিত লস্করের জমি। সম্পত্তির মালিক: শ্রী বিজয় পান্ডে।	ক) ১৭.০৬.২০২১ খ) ৬৩,৮৩,৬৯৭.৫৬ এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ এবং চার্জ সহ প্রযোজ্য হিসাবে গ) ০৫.০২.২০২২ (প্রতীকী) ঘ) প্রতীকী দখল ঙ) যোগাযোগ : শুশান্ত রঞ্জন ম্যানেজার, মোবাইল - ৯৯৩৯২১১৩৬২	ক) ৫৮.৫০ লক্ষ টাকা খ) ৫.৮৫ লক্ষ টাকা (৩০.০৩.২০২৬) গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত ঙ) ব্যাঙ্কের নিকট জানা নেই
৭.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ (৮২৬৭০০) মেসার্স মন্ডল এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী ঃ আশিরুদ্দিন মন্ডল পোঃ ও গ্রাম: বেড়বেড়িয়া, থানা : আমডাঙ্গা কলকাতা - ৭০০১২১ শ্রী আসিরউদ্দিন মন্ডল পিতা- আহেদ আলী মন্ডল পোঃ ও গ্রাম: বেড়বেড়িয়া, থানা : আমডাঙ্গা কলকাতা - ৭০০১২১ অ্যাকাউন্ট নং ১০৪২২১০০৩২০৩৬	হোল্ডিং/প্রেমিসেস নং ৩৯৫৪, বেরাবেরিয়া, সন্তোষপুর রোড, কলকাতা-৭০০১২১, থানা-আমডাঙ্গা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, ডাকঘর ও মৌজা-বেরাবেরিয়া, বেরাবেরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত-এর অন্তর্গত সমস্ত জমি ও ভবন; যার আর.এস.এ. নং ২৩০, জে.এল. নং ৭২, সাবেক তৌজি নং ১৪৬, হাল-১৩, সি.এস. খতিয়ান নং ৯১ এবং আর.এস./এল.আর. দাগ নং ৩৮৯৯। এটি ০৫ কাঠা আয়তন বিশিষ্ট একটি বাস্তু জমি, যার ওপর একতলা পাকা ভবন বিদ্যমান; উক্ত জমিটি ২০১৬ সালের ১৫০১০০৬৭৭ নং দানপত্র দলিল-এর বলে আসিরুদ্দিন মণ্ডলের নামে নথিবদ্ধ। উক্ত সম্পত্তির চারদিকের সীমানা নিম্নরূপ; উত্তরে: ৩০ ফুট চওড়া সন্তোষপুর রোড; দক্ষিণে: মো. আহাদ (আয়েদ) আলীর জমি; পূর্বে: মো. আহাদ (আয়েদ) আলীর জমি; পশ্চিমে: মো. আহাদ (আয়েদ) আলীর জমি।	ক) ০৯.০৪.২০১৮ খ) ২২,৭১,০৯১.০০ এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ এবং চার্জ সহ প্রযোজ্য হিসাবে গ) ০৪.০৮.২০১৮ (প্রতীকী) ঘ) প্রতীকী দখল ঙ) যোগাযোগ : সৌমেন ব্যানার্জী, ম্যানেজার, মোবাইল - ৮২৪০৬০৬৫৮২	ক) ১৫.১০ লক্ষ টাকা খ) ১.৫১ লক্ষ টাকা (৩০.০৩.২০২৬) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত ঙ) ব্যাঙ্কের নিকট জানা নেই
৮.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ (৮২৬৭০০) মেসার্স জি অ্যান্ড কে জুয়েলার্স এবং গলাই ও ঢালাই ঘর স্বত্বাধিকারী ঃ শ্রী উত্তম কুমার মন্ডল পিতা- মৃত গৌর হরি মন্ডল গ্রাম ও পোঃ- আলিদা, শেরপুর-ধামুয়া রোড, থানা- মগরাহাট, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৩৫৫ শ্রী উত্তম কুমার মন্ডল, পিতা- মৃত গৌর হরি মন্ডল মেসার্স জি অ্যান্ড কে জুয়েলার্স এবং গলাই ও ঢালাই ঘর শেরপুর-ধামুয়া সড়ক, গ্রাম ও পোঃ - আলিদা, থানা - মগরাহাট, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৩৫৫ অ্যাকাউন্ট নং ০১৪৩২৫০০১১৭২৩ এবং ০১৪৩৩০০০৩৮৯৪২	সম্পত্তি ১: ০৩ শতক 'শালি' শ্রেণির জমির ওপর নির্মিত দোতলা ভবনের (নিচতলায় কারখানা এবং প্রথম তলায় বাসস্থান) ইকুইটেবল মর্টগেজ বা বন্ধক; উক্ত জমিটি রূপান্তর সনদ (মামলা নং ০৯/১৩, মাগরাহাট-২ বি.এল. ও এল.আর.পি.) অনুযায়ী কারখানার জমিতে রূপান্তরিত। অবস্থান: গ্রাম ও ডাকঘর;আলিদা, থানা-মাগরাহাট, মৌজা;শ্যামপুর, ধামুয়া দক্ষিণ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন; জে.এল. নং ৪৩, আর.এস. খতিয়ান-৩৭৩৩, এল.আর. দাগ-৪৫৬১; জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন;৭৪৩৩৫৫, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তিটির মালিক: শ্রী উত্তম কুমার মণ্ডল, পিতা-মৃত গৌর হরি মণ্ডল, ১৯৮৭ সালের ১-৪৮৮১ নং দলিল অনুযায়ী মালিকানা স্বীকৃত।	ক) ২৫.০৩.২০২৫ খ) ৬২,৫১,১৭৬.১৮ এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ এবং চার্জ সহ প্রযোজ্য হিসাবে গ) ০৫.০৬.২০২৫ (প্রতীকী) ঘ) প্রতীকী দখল ঙ) যোগাযোগ : রতন দাস, সিনিয়র ম্যানেজার, মোবাইল - ৭৬০৫০১৮২২৪	সম্পত্তি-১-এর জন্য ক) ১২.৫০ লক্ষ টাকা খ) ১.২৫ লক্ষ টাকা (৩০.০৩.২০২৬) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত ঙ) ব্যাঙ্কের নিকট জানা নেই
৯.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ (৮২৬৭০০) মেসার্স জি অ্যান্ড কে জুয়েলার্স এবং গলাই ও ঢালাই ঘর স্বত্বাধিকারী ঃ শ্রী উত্তম কুমার মন্ডল পিতা- মৃত গৌর হরি মন্ডল গ্রাম ও পোঃ - আলিদা, শেরপুর-ধামুয়া রোড, থানা - মগরাহাট, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৩৫৫ শ্রী উত্তম কুমার মণ্ডল পিতা-মৃত গৌর হরি মন্ডল মেসার্স জি অ্যান্ড কে জুয়েলার্স এবং গলাই ও ঢালাই ঘর শেরপুর-ধামুয়া সড়ক, গ্রাম ও পোঃ - আলিদা, থানা - মগরাহাট, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা	সম্পত্তি ২: ১০ ডেসিমেল 'শালি' জমির ওপর নির্মিত একতলা ভবনের (দোকানঘর) ইকুইটেবল মর্টগেজ। (রূপান্তর সনদপত্র, কেস নং ১৬/১৩, মগরাহাট-২ বি.এল. ও এল.আর.ও. দপ্তরের নথি অনুযায়ী জমিটি 'দোকানঘর' হিসেবে রূপান্তরিত)। অবস্থান: মৌজা-শ্যামপুর, গ্রাম ও ডাকঘর-আলিদা, থানা-মগরাহাট, ধামুয়া দক্ষিণ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন; জে.এল. নং ৪৩, আর.এস. খতিয়ান-৩৭৩৩, এল.আর. খতিয়ান-৪৫৭৮, থানা-মগরাহাট, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩৫৫, পশ্চিমবঙ্গ। ২০০৫ সালের দলিল নং আই-১৬৯৩ অনুযায়ী এই সম্পত্তির মালিক শ্রী উত্তম কুমার মণ্ডল।	ক) ২৫.০৩.২০২৫ খ) ৬২,৫১,১৭৬.১৮ এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ এবং চার্জ সহ প্রযোজ্য হিসাবে গ) ০৫.০৬.২০২৫ (প্রতীকী) ঘ) প্রতীকী দখল ঙ) যোগাযোগ : রতন দাস, সিনিয়র ম্যানেজার, মোবাইল - ৭৬০৫০১৮২২৪	সম্পত্তি-২-এর জন্য ক) ৭.৮০ লক্ষ টাকা খ) ০.৭৮ লক্ষ টাকা (৩০.০৩.২০২৬) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত ঙ) ব্যাঙ্কের নিকট জানা নেই

ক্রম নং	শাখার নাম অ্যাকাউন্টের নাম দেনাদার/জামিনদারের নাম এবং ঠিকানা অ্যাকাউন্ট নং(সমূহ), সম্পত্তি আইডি	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম [সম্পত্তি (সমূহের) বন্ধকদাতা]	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) দখলের তারিখ ঘ) দখলের অবস্থা ঙ) লেনদেন আধিকারিক এবং নম্বর	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি-র শেষ তারিখ) গ) বিড ইনিক্রমেন্ট অর্থাঙ্ক ঘ) ই-নিলামের তারিখ/সময় ঙ) যদি কোন দায় থাকে
১০.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ (৮২৬৭০০) মেসার্স এসআইকে কনস্ট্রাকশন স্বত্বাধিকারী - শ্রী অমিতাভ গুপ্ত ৯০, সন্তোষ রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০০৮ শ্রী অমিতাভ গুপ্তা ফ্ল্যাট নং বি৫, ২য় তলা, ২৪৬বি, যাদব ঘোষ রোড, কলকাতা - ৭০০০৬১ শ্রী অমিতাভ গুপ্তা ফ্ল্যাট নং বি ১, ১ম তলা ১১, ঈশান ঘোষ রোড, থানা-ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০০৮ অ্যাকাউন্ট নং ১৬৬২৩০০০০৩৪৬৯	সম্পত্তি - ১: ২৪৬বি, যাদব ঘোষ রোড, কলকাতা ৭০০০০৬১ ঠিকানায় অবস্থিত, দ্বিতীয় তলার উত্তর দিকে অবস্থিত, বি-৫ নম্বর ফ্ল্যাটটির ওপর একটি ইকুইটেবল মর্টগেজ (ন্যায়সঙ্গত বন্ধক)। ফ্ল্যাটটির সুপার বিল্ট-আপ এলাকা কমবেশি ৫০০ বর্গফুট। উক্ত ফ্ল্যাটটি ৬ কাঠা, ১৩ ছটাক, ৩৭ বর্গফুট পরিমাপের (পরিমাণটি সামান্য কম বা বেশি হতে পারে) জমির ওপর নির্মিত একটি তিনতলা ভবনের অংশবিশেষ; যা আর.এস. খতিয়ান নম্বর ২৪৫৯ ও ২৪৬১-এর অধীনস্থ দাগ নম্বর ১৫৪৭-এর অন্তর্ভুক্ত। মৌজা: সরশুনা, জে.এল. নম্বর ১৭, তৌজি নম্বর ৪৭ ও ৫১, আর.এস. নম্বর ১২০২। থানা: ঠাকুরপুকুর (বর্তমানে সরশুনা), এ.ডি.এস.আর.ও.: বেহালা, ডি.আর.: আলিপুর, জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা। পূর্বে এটি কে.এম.সি. (এস.এস. ইউনিট)-এর সীমানার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং কে.এম.সি. প্রাঙ্গণ নম্বর ২৪৬, যাদব ঘোষ রোড, কলকাতা-৭০০০০৬১, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হিসেবে পরিচিত ছিল। ২০১৬ সালের দলিল নম্বর আই-১৬০৭১০১৮২ অনুযায়ী, এটি কে.এম.সি. ওয়ার্ড নম্বর ১২৭-এর অধীনস্থ অ্যাসেসি নম্বর ৪১-১২৭-০৭-০২৪৩-৪ হিসেবে নথিবদ্ধ।	ক) ১৬.০২.২০১৯ খ) ১৭,৩৭,৬৬৮.০০ এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ এবং চার্জ সহ প্রযোজ্য হিসাবে গ) ২০.০৬.২০১৯ (প্রতীকী) ঘ) প্রতীকী দখল ঙ) যোগাযোগ : সুশান্ত রঞ্জন ম্যানেজার, মোবাইল - ৯৯৩৯২১১৩৬২	সম্পত্তি-১ এর জন্য ক) ৯,৭৮,৩০০.০০ টাকা খ) ৯৭,৮৩০.০০ টাকা (৩০.০৩.২০২৬) গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত ঙ) ব্যাঙ্কের নিকট জানা নেই
১১.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ (৮২৬৭০০) মেসার্স এসআইকে কনস্ট্রাকশন স্বত্বাধিকারী - শ্রী অমিতাভ গুপ্ত ৯০, সন্তোষ রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০০৮ শ্রী অমিতাভ গুপ্তা ফ্ল্যাট নং বি৫, ২য় তলা, ২৪৬বি, যাদব ঘোষ রোড, কলকাতা - ৭০০০৬১ শ্রী অমিতাভ গুপ্তা ফ্ল্যাট নং বি ১, ১ম তলা ১১, ঈশান ঘোষ রোড, থানা-ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০০৮ অ্যাকাউন্ট নং ১৬৬২৩০০০০৩৪৬৯	সম্পত্তি ২: ১১, ঈশান ঘোষ রোড, থানা: ঠাকুরপুকুর (বর্তমানে হরিদেবপুর), কলকাতা-৭০০০০৮ ঠিকানায় অবস্থিত, প্রথম তলার দক্ষিণ-উত্তর-পূর্ব দিকে মুখ করা, ফ্ল্যাট নং বি-১, এবং আনুমানিক ৭৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকা বিশিষ্ট একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের ইকুইটেবল মর্টগেজ (ন্যায়সঙ্গত বন্ধক)। উক্ত ফ্ল্যাটটি ২ কাঠা ৮ ছটাক (কম-বেশি হতে পারে) পরিমাপের জমির ওপর অবস্থিত; যা খতিয়ান নং ১৪৬৫-এর অন্তর্গত দাগ নং ৮১২-তে নথিভুক্ত। মৌজা: পূর্ব বড়িশা, পরগনা: খাসপুর, জে.এল. নং ২৩, তৌজি নং ২৩৬, আর.এস. নং ৪৩; দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জঙ্গ(ট্ট বেহালা এবং ঙ্গট্ট আলিপুর এখতিয়ারভুক্ত। পূর্বে এটি কেএমসি (এস.এস. ইউনিট)-এর সীমানার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বর্তমানে কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২২-এর অধীনে কেএমসি প্রাঙ্গণ নং ১১, ঈশান ঘোষ রোড, থানা: ঠাকুরপুকুর (বর্তমানে হরিদেবপুর), কলকাতা-৭০০০০৮, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হিসেবে পরিচিত; যা ২০১৬ সালের দলিল নং আই-১৬০৭১০১৫৬ অনুযায়ী নথিবদ্ধ।	ক) ১৬.০২.২০১৯ খ) ১৭,৩৭,৬৬৮.০০ এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ এবং চার্জ সহ প্রযোজ্য হিসাবে গ) ২০.০৬.২০১৯ (প্রতীকী) ঘ) প্রতীকী দখল ঙ) যোগাযোগ : সুশান্ত রঞ্জন ম্যানেজার, মোবাইল - ৯৯৩৯২১১৩৬২	সম্পত্তি-২ এর জন্য ক) ১৫,২৪,৬০০.০০ টাকা খ) ১,৫২,৪৬০.০০ টাকা (৩০.০৩.২০২৬) গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত ঙ) ব্যাঙ্কের নিকট জানা নেই
১২.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ (৮২৬৭০০) মেসার্স সুইট গোল্ড কোয়ালিটি আইসক্রিম নুরুল আমিন, পিতা- মরহুম মোফাজেল হক গ্রাম চৌমোহা, পোঃ মুদিয়াহাট, থানা - শাসান, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা -৭০০১২৮ নুরুল আমিন, পিতা- মরহুম মোফাজেল হক গ্রাম চৌমোহা, পোঃ মুদিয়াহাট, থানা- শাসান, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা -৭০০১২৮ হাসিনা বিবি (জামিনদার), স্বামী- নুরুল আমিন গ্রাম - চৌমোহা, পোঃ - মুদিয়া হাট, থানা - শাসন, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১২৮ অ্যাকাউন্ট নং - ১৫২১২১০০০১২৪৩	উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কীর্তিপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মুদিয়া মৌজায় অবস্থিত জমি ও ভবনের সম্পূর্ণ অংশ; যার জে. এল. নং ১৭৮, আর. এস. খতিয়ান নং;শূন্য, এল. আর. খতিয়ান নং ৩৪১, আর. এস./এল. আর. দাগ নং ৯৩৭ এবং জমির পরিমাণ ০৫ ডেসিমেল;যা ২০১৫ সালের দলিল নং ০২৬১৪ মূলে প্রাপ্ত। সম্পত্তিটির মালিক হাসিনা বিবি।	ক) ১৯.০২.২০১৯ খ) ১৬,৪৬,৫২৪.০০ এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ এবং চার্জ সহ প্রযোজ্য হিসাবে গ) ২৬.০৪.২০১৯ (প্রতীকী) ঘ) প্রতীকী দখল ঙ) যোগাযোগ : তাপস কুমার সরকার, ম্যানেজার, মোবাইল - ৯০০৭৭২১৯৭২	ক) ১৬.৯০ লক্ষ টাকা খ) ১.৬৯ লক্ষ টাকা (৩০.০৩.২০২৬) গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত ঙ) ব্যাঙ্কের নিকট জানা নেই
১৩.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ (৮২৬৭০০) এস. পি. এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী: মো. শহিদুল ইসলাম পিতা: মরহুম আবু বক্কর সিদ্দিক ২৭৪৪/১, মাওলানা আজাদ রোড, নবপল্লী বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১২৬ মো. শহিদুল ইসলাম, পিতা: মরহুম আবু বক্কর সিদ্দিক ২৭৪৪/১, মাওলানা আজাদ রোড, নবপল্লী বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১২৬ আবু সাঈদ সিদ্দিক (জামিনদার), পিতা: মরহুম আবু বক্কর সিদ্দিক ২৭৪৪/১, মাওলানা আজাদ রোড, নবপল্লী বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১২৬ অ্যাকাউন্ট নং - ০১২০২১০৩০৪০৪৭ এবং ০১২০৩০০০০৩৭৩৫০	১৪৯৫/১/এফ, প্রথম তলা, নবপল্লী সার্কুলার রোড, পোঃ- নবপল্লী, থানা- বারাসাত, কলকাতা- ৭০০১২৬ ঠিকানায় অবস্থিত অবিভক্ত আবাসিক হল-কক্ষের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। মৌজা- বালুরিয়া, জে.এল. নং- ৩৭, আর.এস. নং- ২২৭, সি.এস. খতিয়ান নং- ৩৫৭ ও ১৯৫, আর.এস. খতিয়ান নং- ১১৬ ও ৩১৪, এল.আর. খতিয়ান নং- ৭৪৯, দাগ নং- ৯৭০ ও ৯৭১। মোট জমির পরিমাণ ৯ ডেসিমেল এবং উক্ত অবিভক্ত আবাসিক হল-কক্ষের নির্মিত এলাকার পরিমাণ ৩০০০ বর্গফুট। ২০০৮ সালের দলিল নং আই-৩৩৫৬ মূলে সম্পত্তিটি মো. শহিদুল ইসলামের নামে নথিবদ্ধ। চতুঃসীমা: উত্তরে- সিঁড়ি ও প্রবেশপথ; দক্ষিণে- খোলা আকাশ ; পূর্বে- খোলা আকাশ; পশ্চিমে- খোলা আকাশ।	ক) ১৭.০১.২০১৯ খ) ২৬,৯৫,০৪২.০০ এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ এবং চার্জ সহ প্রযোজ্য হিসাবে গ) ০৫.০৯.২০২৩ (প্রতীকী) ঘ) প্রতীকী দখল ঙ) যোগাযোগ : তাপস কুমার সরকার, ম্যানেজার, মোবাইল - ৯০০৭৭২১৯৭২	ক) ৪২.৫০ লক্ষ টাকা খ) ৪.২৫ লক্ষ টাকা (৩০.০৩.২০২৬) গ) ২০,০০০ টাকা ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত ঙ) ব্যাঙ্কের নিকট জানা নেই
১৪.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ (৮২৬৭০০) মেসার্স শরিফুল এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী - শরিফুল ইসলাম পিতা: আজুত আলী, গ্রাম - আন্দুলিয়া পোঃ - মুদিয়া হাট, থানা - শাসন, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১২৮ শরিফুল ইসলাম, পিতা: আজুত আলী গ্রাম - আন্দুলিয়া, পোঃ - মুদিয়া হাট, থানা - শাসন, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১২৮ শহিদুল ইসলাম (জামিনদার), পিতা: অজুত আলী, গ্রাম- আন্দুলিয়া, পোঃ মুদিয়া হাট, থানা - শাসন, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭০০১২৮ অ্যাকাউন্ট নং ১৫২১২১০০০১২৯৮	মৌজা-আন্দুলিয়া, কীর্তিপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত-এর অধীনস্থ, জে.এল. নং ১৭৯, তৌজি নং ১২, খতিয়ান নং ৯, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১৭৭, ৩৭৫, ৪৮০-তে অবস্থিত জমি ও ভবনের সম্পূর্ণ অংশ; যার পরিমাপ ১১ শতক (অর্থাৎ ০৬ কাঠা, ১০ ছটাক ও ২১.৬ বর্গফুট) এবং যাতে একটি একতলা পাকা ভবন বিদ্যমান -- যা ২০১৪ সালের ৮৪০২ নং দানপত্র দলিল মূলে প্রাপ্ত। উক্ত সম্পত্তির মালিক হলেন সহিদুল ইসলাম ও শরিফুল ইসলাম; উভয়েই আজুত আলীর পুত্র।	ক) ০৬.০৭.২০১৭ খ) ১১,৫৩,৯০৪.৫০ এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ এবং চার্জ সহ প্রযোজ্য হিসাবে গ) ২০.১০.২০১৭ (প্রতীকী) ঘ) প্রতীকী দখল ঙ) যোগাযোগ : তাপস কুমার সরকার, ম্যানেজার, মোবাইল - ৯০০৭৭২১৯৭২	ক) ২২.৬০ লক্ষ টাকা খ) ২.২৬ লক্ষ টাকা (৩০.০৩.২০২৬) গ) ২০,০০০ টাকা ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত ঙ) ব্যাঙ্কের নিকট জানা নেই
১৫.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ (৮২৬৭০০) মেসার্স তামিম ফিশ সেন্টার, স্বত্বাধিকারী ঃ মোঃ আকরামুল ইসলাম পিতা-ইছা আহমেদ, গ্রাম- আন্দুলিয়া, পোঃ- মুদিয়াহাট থানা - শাসান, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭০০১২৮ মোঃ আকরামুল ইসলাম, মেসার্স তামিম ফিশ সেন্টার-এর স্বত্বাধিকারী পিতা-ইছা আহমেদ, গ্রাম- আন্দুলিয়া, পোঃ- মুদিয়াহাট থানা- শাসান, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭০০১২৮ শ্রীমতী নাইমা সাদিয়া, স্বামী-মোঃ আকরামুল ইসলাম গ্রাম - আন্দুলিয়া, পোঃ - মুদিয়াহাট, থানা- শাসান, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭০০১২৮ অ্যাকাউন্ট নং ১৫২১২১০০০১২০৫	কীর্তিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ মৌজা;আন্দুলিয়া, থানা-শাসন, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনায় অবস্থিত জমি ও ভবনের সমগ্র অংশ - যা জে.এল. নং ১৭৯, তৌজি নং ১৪৬, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ২৫১ ও ২৪৭ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ১২২-এর অন্তর্ভুক্ত। উক্ত সম্পত্তিতে ১৬.৬৬ ডেসিমেল জমির ওপর একটি দোতলা ভবন বিদ্যমান (দলিল নং ১-০৭৬১০, ২০০৬ সাল)। সম্পত্তির মালিক: মো. আক্রামুল ইসলাম, পিতা-ইছা আহমেদ।	ক) ১৭.০৭.২০১৭ খ) ১২,৭৮,৩৭৭.৫০ এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ এবং চার্জ সহ প্রযোজ্য হিসাবে গ) ২০.১০.২০১৭ (প্রতীকী) ঘ) প্রতীকী দখল ঙ) যোগাযোগ : তাপস কুমার সরকার, ম্যানেজার, মোবাইল - ৯০০৭৭২১৯৭২	ক) ৪৪.০০ লক্ষ টাকা খ) ৪.৪০ লক্ষ টাকা (৩০.০৩.২০২৬) গ) ২০,০০০ টাকা ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত ঙ) ব্যাঙ্কের নিকট জানা নেই
১৬.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ (৮২৬৭০০) মেসার্স শিবম এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী : উত্তম বসু পিতা-শিবনাথ বসু, গ্রাম- চাম্পাবেড়িয়া, পোঃ ও থানা- বনগাঁও, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩২৩৫ শ্রী উত্তম বসু, পিতা-শিবনাথ বসু, গ্রাম - চম্পাবেড়িয়া, পোঃ ও থানা - বনগাঁও, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩২৩৫ শ্রীমতী অঞ্জনা বসু, স্বামী-উত্তম বসু গ্রাম - চম্পাবেরিয়া, পো. ও থানা - বনগাঁ উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩২৩৫ শ্রী শিবনাথ বসু, গ্রাম - চম্পাবেরিয়া, পো. ও থানা - বনগাঁ উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩২৩৫ অ্যাকাউন্ট নং - ০১৪০২৫০২৪২০৬৬	মৌজা চম্পাবেরিয়া, জে. এল. নং ১০৫, তৌজি নং ৩৫২৫, খতিয়ান আর. এস. ৪৪৩, এল. আর. খতিয়ান ১২৪৭, দাগ নং আর. এস. ১২১৪, এল. আর. দাগ নং ৩১২১, হোল্ডিং নং ১৬৪/ডি-তে অবস্থিত জমি ও ভবনের ইক্যুইটেবল মর্টগেজ বা বন্ধকের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র অংশ; যা বনগাঁ পৌরসভার অধীনস্থ, এ.ডি.এস.আর. বনগাঁ (ডি.আর. বারাসাত), জেলা উত্তর ২৪ পরগনা-র অন্তর্গত। উক্ত সম্পত্তিতে ৫.৮ ডেসিমেল (কমবেশি ৩ কাঠা ৮ ছটাক) আয়তনের জমির ওপর একটি দোতলা ভবন নির্মিত আছে। সম্পত্তিটি শ্রী উত্তম বসুর (পিতা: শিবনাথ বসু) নামে ২০০৮ সালের বিক্রয় দলিল নং আই-০১৯৮৬ মূলে নথিবদ্ধ। সীমানা: উত্তর: সাথ সংঘ মন্দির, দক্ষিণ: ৬ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ, পূর্ব: সুনু বসু ও অনিশ বসুর বাড়ি, পশ্চিম: ১২ ফুট চওড়া রাস্তা।	ক) ১৩.০৯.২০১৯ খ) ১৯,৭৯,৮৪৪.৪৪ এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ এবং চার্জ সহ প্রযোজ্য হিসাবে গ) ০৩.১২.২০১৯ (প্রতীকী) ঘ) প্রতীকী দখল ঙ) যোগাযোগ : তাপস কুমার সরকার, ম্যানেজার, মোবাইল - ৯০০৭৭২১৯৭২	ক) ২৮.৬০ লক্ষ টাকা খ) ২.৮৬ লক্ষ টাকা (৩০.০৩.২০২৬) গ) ২০,০০০ টাকা ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত ঙ) ব্যাঙ্কের নিকট জানা নেই
১৭.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ (৮২৬৭০০) শ্রী পুলক কুমার মণ্ডল পিতা: মৃত সুফল চন্দ্র মণ্ডল গ্রাম - ধানবেড়িয়া, ওয়ার্ড নং ০৭, পো. ও থানা - ডায়মন্ড হারবার, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৩১ অ্যাকাউন্ট নং - ৬৯২৬০০৯১০০০০০০১০ (ওডি) এবং ৬৯২৬০০এনসি০০০০১২৫	ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার অন্তর্গত ৭ নং ওয়ার্ড, থানা-ডায়মন্ড হারবার-এ অবস্থিত, বটতলা চৌরাস্তা মোড় ও ধানবেড়িয়া হাই স্কুলের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি স্থাবর সম্পত্তির (জমির পরিমাণ ০৩.৩৩ শতক এবং তার ওপর নির্মিত আবাসিক ভবন) ইক্যুইটেবল মর্টগেজ বা বন্ধক সংক্রান্ত যাবতীয় অংশ; যার আর.এস. দাগ নং ১০৯৪, এল.আর. দাগ নং ১১৪৩, আর.এস. খতিয়ান নং ১৫৫, জে.এল. নং ১৪৩, তৌজি নং ৩৭ এবং মৌজা-ধানবেড়িয়া। উক্ত সম্পত্তিটি মৃত সুফল চন্দ্র মণ্ডলের পুত্র পুলক কুমার মণ্ডলের নামে নিবন্ধিত রয়েছে (নিবন্ধিত দলিল নং ৪৭০৬/১৫ অনুযায়ী)। সম্পত্তির চতুঃসীমা নিম্নরূপ: উত্তরে-বনমালী ঘরাই-এর ভবন; দক্ষিণে-অনুপ হালদারের ভবন; পূর্বে-কৃষ্ণ হালদার; এবং পশ্চিমে-৬ ফুট চওড়া ইটের রাস্তা।	ক) ১৭.০৬.২০২১ খ) অ্যাকাউন্ট নং ৬৯২৬০০৯১০০০০০০১০, ১৩,৪০,৭৯৩.৩১ এবং অ্যাকাউন্ট নং ৬৯২৬০০এনসি০০০০০১২৫, ৭,১৯,৮৩৫.০০ এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ এবং চার্জ সহ প্রযোজ্য হিসাবে গ) ০৫.১০.২০২১ (প্রতীকী) ঘ) প্রতীকী দখল ঙ) যোগাযোগ : শ্রী রঘুবংশ নারায়ণ সিং সিনিয়র ম্যানেজার, মোবাইল - ৮৭৮৯৩৮৮৪৭২	ক) ১৯.২৬ লক্ষ টাকা খ) ১.৯৩ লক্ষ টাকা (৩০.০৩.২০২৬) গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত ঙ) ব্যাঙ্কের নিকট জানা নেই
১৮.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ (৮২৬৭০০) শ্রী অলোক চন্দ্র, পিতা: শ্রী ইন্দ্রনীল চন্দ্র ৩৫/সি, ঘোলসাপুর রেলওয়ে কলোনি, বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৩৪ শ্রী অরিন্দম চন্দ্র (সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদার) ৩৫/সি, ঘোলসাপুর রেলওয়ে কলোনি, বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৩৪ শ্রী আলোক চন্দ্র এবং শ্রী অরিন্দম চন্দ্র (সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদার) পিতা: শ্রী ইন্দ্রনীল চন্দ্র, ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৩য় তলা, ৩০২, পূর্ব সিঁথি রোড, কলকাতা - ৭০০০৩০ শ্রী অলোক চন্দ্র সিনিয়র প্রিন্টিং প্রেস (স্টোর) পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয়, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ অ্যাকাউন্ট নং ০৭২০৩০০১৬৫৭০৯	শ্রী অলোক চন্দ্র-এর নামে ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৩য় তলা, প্রাঙ্গণ নং ৩০২, পূর্ব সিন্থি রোড, থানা-দমদম, কলকাতা - ৭০০০৩০-এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। সীমানা : উত্তরে: শ্রী মজুমদার-এর বাড়ি (হোল্ডিং নং ৫৫/৩৮, পূর্ব সিঁথি রোড); দক্ষিণে: ১৬ ফুট চওড়া পৌর সড়ক; পূর্বে: শ্রী দাস-এর বাড়ি (হোল্ডিং নং ১৬৯, পূর্ব সিঁথি রোড); পশ্চিমে: ৩০ ফুট চওড়া পৌর সড়ক।	ক) ০৩.০৮.২০১৮ খ) ১৯,৬৯,০৭১.০০ টাকা এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ এবং চার্জ সহ প্রযোজ্য হিসাবে গ) ০২.০২.২০১৯ (প্রতীকী) ঘ) প্রতীকী দখল ঙ) যোগাযোগ : তাপস কুমার সরকার, ম্যানেজার, মোবাইল - ৯০০৭৭২১৯৭২	ক) ২৫.১০ লক্ষ টাকা খ) ২.৫১ লক্ষ টাকা (৩০.০৩.২০২৬) গ) ২০,০০০ টাকা ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত ঙ) ব্যাঙ্কের নিকট জানা নেই
১৯.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ (৮২৬৭০০) মেসার্স পাইওনিয়ার স মিল অ্যান্ড ফার্নিচার এম্পোরিয়াম পোঃ ও গ্রাম - গুমা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১২৪ মো. হাফিজুর রহমান ডাকঘর ও গ্রাম - গুমা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১২৪ শান্তনু রহমান, পিতা: প্রয়াত মো. হাফিজুর রহমান ডাকঘর ও গ্রাম - গুমা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১২৪ আতনু রহমান, পিতা-মরহুম মোঃ হাফিজুর রহমান ডাকঘর ও গ্রাম - গুমা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা ৭০০১২৪ মোঃ হাফিজুর রহমানের আইনগত উত্তরাধিকারী ডাকঘর ও গ্রাম - গুমা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা ৭০০১২৪ অ্যাকাউন্ট নং ০৮১৭৯০১১০০০০১৮	প্লট/দাগ নং ২১৩৫/৩১০৩, খতিয়ান নং ৯৫৩, তৌজি নং ২০০৭, জে. এল. নং ৯১-এর অধীনস্থ, মৌজা-গুমা, পঞ্চায়েত-গুমা ১, থানা-অশোকনগর, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস-বারাসাত-এর অন্তর্গত এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাতে অবস্থিত, ১৩৩০ বর্গফুট আয়তনবিশিষ্ট জমি ও ভবনের ন্যায়বন্ধক -- যা মো. হাফিজুর রহমানের নামে নথিবদ্ধ এবং যার চারপাশের সীমানা নিম্নরূপ; উত্তরে: অন্য ব্যক্তির সম্পত্তি; দক্ষিণে: যশোর রোড; পূর্বে: দাগ নং ২১৪৯-এর জমি; পশ্চিমে: পঞ্চায়েত রোড।	ক) ০৫.১২.২০১২ খ) ১৯,৩১,৫৫১.৫০ টাকা এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ এবং চার্জ সহ প্রযোজ্য হিসাবে গ) ২৪.০৩৬২০১৫ প্রতীকী) ঘ) প্রতীকী দখল ঙ) যোগাযোগ : তাপস কুমার সরকার, ম্যানেজার, মোবাইল - ৯০০৭৭২১৯৭২	ক) ৬.০০ লক্ষ টাকা খ) ০.৬০ লক্ষ টাকা (৩০.০৩.২০২৬) গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত ঙ) ব্যাঙ্কের নিকট জানা নেই
২০.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ (৮২৬৭০০) শ্রী স্বপন কুমার বর্মন, পিতা- প্রয়াত অবিনাশ চাঁদ বর্মন ৪, নারায়ণপল্লী, বি.এ.সি. স্ট্রিট, মাঝেরহাটি, নিমতা জেলা: উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০০৪৯ শ্রী স্বপন কুমার বর্মন, পিতা-প্রয়াত অবিনাশ চাঁদ বর্মন ২৪, দীনেশ সরণি, দুর্গানগর উত্তর পোস্ট অফিস: রবীন্দ্রনগর, কলকাতা - ৭০০০৬৫ শ্রীমতী মীতা বর্মন, স্বামী-শ্রী স্বপন কুমার বর্মন ২৪, দীনেশ সরণি, দুর্গানগর উত্তর পোস্ট অফিস: রবীন্দ্রনগর, কলকাতা - ৭০০০৬৫ অ্যাকাউন্ট নং ১৭১৮৩০০০০৫৩১৯	১০০০ বর্গফুট (কমবেশি) সুপার বিল্ট-আপ এলাকা বিশিষ্ট একটি ফ্ল্যাটের সম্পূর্ণ অংশ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি; যা 'হেমন্ত ভিলা' নামক ভবনের প্রথম তলায়, ১-সি নম্বর ফ্ল্যাট হিসেবে এবং ভবনের সম্মুখভাগে অবস্থিত। সম্পত্তিটি মৌজা - দক্ষিণ নিমতা, দাগ নং ৫১০১, খতিয়ান নং ১২১৫, জে. এল. নং ৮, আরই.এসএ ১০২, তৌজি - ১৭২, থানা - নিমতা-র অন্তর্গত; যার হোল্ডিং নং ৬৭/৮৫, এস. এন. এস. সরণি/শহীদ নানি সাহা সরণি নিমতা, কলকাতা-৭০০০০৯, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা। সম্পত্তিটি ২০১৬ সালের ১৫২৬০০৮৩৯ নম্বর দলিলের মাধ্যমে নিবন্ধিত। এই সম্পত্তির মালিক হলেন শ্রী স্বপন কুমার বর্মন এবং শ্রীমতি মিতা বর্মন।	ক) ০৪.০৫.২০১৮ খ) ১৯,২৯,৬৭৫ টাকা এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ এবং চার্জ সহ প্রযোজ্য হিসাবে গ) ০৫.১০.২০১৮(প্রতীকী) ঘ) প্রতীকী দখল ঙ) যোগাযোগ : তাপস কুমার সরকার, ম্যানেজার, মোঃ - ৯০০৭৭২১৯৭২	ক) ২৬.১০ লক্ষ টাকা খ) ২.৬১ লক্ষ টাকা (৩০.০৩.২০২৬) গ) ০.২০ লক্ষ টাকা ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত ঙ) ব্যাঙ্কের নিকট জানা নেই
২১.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ (৮২৬৭০০) মেসার্স সাহা শাড়ি সেন্টার, স্বত্বাধিকারী: শ্রী অমল সাহা পিতা-প্রয়াত পুলিন সাহা, পশ্চিম চণ্ডীগড়, কোরা চণ্ডীগড়, থানা- মধ্যমগ্রাম, জেলা ২৪ পরগণা উত্তর, কলকাতা - ৭০০১৩০ মেসার্স সাহা শাড়ি কেন্দ্র, স্বত্বাধিকারী: শ্রী অমল সাহা পিতা-প্রয়াত পুলিন সাহা, ১৫৬, ক্যানাল রোড, ওয়ার্ড নং ১৬, পশ্চিম চণ্ডীগড় কোরা চণ্ডীগড়, থানা- মধ্যমগ্রাম, জেলা - ২৪ পরগনা উত্তর, কলকাতা - ৭০০১৩০ শ্রী অমল সাহা, এস/ও. প্রয়াত পুলিন সাহা, পশ্চিম চণ্ডীগড়, কোরা চণ্ডীগড়, থানা- মধ্যমগ্রাম, জেলা ২৪ পরগণা উত্তর, কলকাতা - ৭০০১৩০ শ্রী অমল সাহা, পিতা প্রয়াত পুলিন সাহা, ১৫৬, ক্যানাল রোড, ওয়ার্ড নং ১৬, পশ্চিম চণ্ডীগড় কোরা চণ্ডীগড়, থানা- মধ্যমগ্রাম জেলা - ২৪ পরগনা উত্তর, কলকাতা - ৭০০১৩০ অ্যাকাউন্ট নং ০৭৬৭২১০৩০২২১০	উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত থানার অন্তর্গত পানিয়ারা মৌজায়, ৩নং ওয়ার্ডে অবস্থিত মোট ০৯ শতক জমির মধ্যে ০২ কাঠা ০৫ ছটাক ১৬ বর্গফুট পরিমাপের জমি ও ভবনের সম্পূর্ণ অংশ; যা তৌজি নং ১৪৬, রে. সা. নং ১০৮, জে. এল. নং ২৪, খতিয়ান নং ১৮০, এল. আর. খতিয়ান নং ৭৯৪ এবং দাগ নং ৫৩৪-এর অন্তর্ভুক্ত। এই সম্পত্তিটি ২০১০ সালের দলিল নং আই-০০৪৮৬ -এর মাধ্যমে অর্জিত এবং শ্রী অমল সাহার মালিকানাধীন।	ক) ১১.১০.২০১৭ খ) ২১,২০,৯৫৩.১২ টাকা এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ এবং চার্জ সহ প্রযোজ্য হিসাবে গ) ০৫.১০.২০১৮(প্রতীকী) ঘ) প্রতীকী দখল ঙ) যোগাযোগ : সৌমেন ব্যানার্জী, ম্যানেজার, মোঃ - ৮২৪০৬০৬৫৮২	ক) ২৪.০০ লক্ষ টাকা খ) ২.৪০ লক্ষ টাকা (৩০.০৩.২০২৬) গ) ০.২০ লক্ষ টাকা ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত ঙ) ব্যাঙ্কের নিকট জানা নেই

ক্রমশঃ পরবর্তী পৃষ্ঠায়

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর...

পাঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক (ভারত সরকার কা উপক্রম) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১৫ম তল) দক্ষিণ উইং
১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০১
E-mail ID : cs8267@pnb.bank.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ক্র.ম. নং.	শাখার নাম অ্যাকাউন্ট-এর নাম ঋণগ্রহীতা/জামিনদার-এর নাম ও ঠিকানা অ্যাকাউন্ট নম্বর, সম্পত্তির আইডি	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ বন্ধকীকৃত/ মালিক-এর নাম [সম্পত্তির বন্ধকদাতা(গণ)]	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরন ঙ) যোগাযোগের আধিকারিক এবং নম্বর	ক) সংরক্ষণের তারিখ খ) ইএমডি ইএমডি জমার শেষ তারিখ গ) ই-নিলামের তারিখ/সময় ঘ) দায়বদ্ধতা যদি থাকে
১.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ (৮২৬৭০০) মেসার্স মা তারা ইন্ডাস্ট্রিজ স্বত্বাধিকারী: শ্রী ঘনশ্যাম দাস হোল্ডিং নং. ৩৭৫, পঞ্চায়েত রোড পো: জুগবেড়িয়া বোদাই জেলা উত্তর ২৪ পরগনা কলকাতা, পিন - ৭০০১১০ শ্রী ঘনশ্যাম দাস পিতা : মুরলীধর দাস ৬৬/সি, পি.সি. বোড়াল স্ট্রিট, শিব মন্দির, পো: বউবাজার, থানা : মুচিপাড়া কলকাতা - ৭০০০১২ শ্রী ভীম সেন, পিতা : শ্রী মুরলীধর দাস ৬৬/সি, পি.সি. বোড়াল স্ট্রিট, শিব মন্দির পো: বউবাজার, থানা : মুচিপাড়া কলকাতা - ৭০০০১২ অ্যাকাউন্ট নং. ০১০৫০০৮৭০০০০৩১৩৪	মৌজা - বোদাই, জে.এল. নং. ২৭, তৌজি নং. ৭, রে.সা. নং. ৬২, পরগনা - কলকাতা, থানা - নিউ ব্যারাকপুর (বর্তমানে ঘোলা), এ.ডি.এস.আর. অফিস - ব্যারাকপুর, স্থানীয় সীমা - বিলকান্দা নং. ১ গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১১০-এর অন্তর্গত; আর.এস. দাগ নং. ৫৫১ (যা এল.আর. দাগ নং. ৫৯০-এর সমতুল্য), এল.আর. খতিয়ান নং. ৬৭৯-এর অধীনস্থ এল.আর. খতিয়ান. ২৮৮ ও ৩৮৬-ভুক্ত মোট ১১ ডেসিমেল জমির মধ্য থেকে, ৩ কাঠা ১৩ ছটাক ২১ বর্গফুট (কম-বেশি) পরিমাপের বাস্তু জমি এবং উক্ত জমির ওপর নির্মিত ৫১৩১.৪৬ বর্গফুট আয়তনের একতলা ভবনসহ সমগ্র ভূখণ্ড ও তার অংশবিশেষ।	ক) ০২.০৮.২০১৯ খ) ২৫,১০,৬৮৮.০৮ টাকা এবং প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য চার্জ গ) ২৪.০৭.২০২৩ (প্রতীকী) ঘ) প্রতীকী দখল গ্রহণ ঙ) যোগাযোগ: তাপস কুমার সরকার ব্যবস্থাপক মোবাইল: ৯০০৭৭২১৯৭২	ক) ৩৪.৪০ লক্ষ টাকা খ) ৩.৪৪ লক্ষ টাকা (৩০.০৩.২০২৬) গ) ০.২০ লক্ষ টাকা ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ০৪:০০টা পর্যন্ত ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
২.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ (৮২৬৭০০) মেসার্স আয়ুষ স্টোর স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতি মীনা জয়সওয়াল স্বামী : শ্রী গণেশ কুমার জয়সওয়াল বিএমসি-এএস/২৬/০৭, বিএল-১, হাতিয়াড়া উত্তর ২৪ পরগণা,, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০১৫৭ শ্রীমতী মীনা জয়সওয়াল স্বামী : শ্রী গণেশ কুমার জয়সওয়াল ও পিতা : শ্রী শিব শঙ্কর গুপ্ত মালিক: মেসার্স আয়ুষ স্টোর শ্রেষ্ঠ ছিটমহল, লাজতলা রোড, হাতিয়াড়া উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০১৫৭ শ্রীমতী মীনা জয়সওয়াল স্বামী : শ্রী গণেশ কুমার জয়সওয়াল মালিক: মেসার্স আয়ুষ স্টোর ফ্ল্যাট নং এ-৬, ২য় তলা, পূর্ব দিক, তিরুপতি অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং. ৩২৬ এইচ/সি ও ৮/৩৬৫ এইচ/ডি, হাতিয়াড়া সর্দারপাড়া উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৫৭। অ্যাকাউন্ট নং. : ০০৯৫২৫০০৪৬৬৪০, ০০৯৫২০ইজি০০০০০০৪৮, ০০৯৫৩০০০১৫৮৬২ ও ০০৯৫৩০০০১৭২০৪	উপরোক্ত প্রথম শিডিউলে বর্ণিত জমিতে অবস্থিত ‘তিরুপতি অ্যাপার্টমেন্ট’ নামক ভবনের ২য় তলায় পূর্ব দিকে অবস্থিত, ‘এ-৬’ নম্বর ফ্ল্যাট হিসেবে চিহ্নিত, ইট নির্মিত, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন একটি ফ্ল্যাট; যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া বা মোট নির্মিত আয়তন ৫৫০ বর্গফুট (কম-বেশি)। এই ফ্ল্যাটটি পূর্বমুখী (জি+৫) বা ছয়তলা ভবনের অংশবিশেষ এবং এতে ২টি শোবার ঘর ও ১টি শৌচাগার রয়েছে। এর সাথে যুক্ত রয়েছে;ভবনের নিচে ও সংলগ্ন জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ; পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, প্লাম্বিং, লিফট ও স্যানিটারি ফিটিংস ব্যবহারের অধিকার ও সুবিধা; ফ্ল্যাটের ভেতরে ও/অথবা চারপাশে অবস্থিত সমস্ত প্রধান ভারবহনকারী (load-bearing), বিভাজক ও সাধারণ দেওয়ালসমূহে বিম, র‍্যাফটার ও ফিক্সচার স্থাপন ও সমর্থনের অধিকার; এবং সাধারণ সিঁড়ি, করিডোর, ল্যান্ডিং ও সংযোগকারী পথসমূহ এবং জনপথ থেকে উক্ত সম্পত্তিতে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য নিচতলায় অবস্থিত প্রবেশপথটি অবাধে ব্যবহারের সমস্ত সাধারণ ইজমেন্ট বা অধিকার ও সুবিধা। এছাড়া, নিচে তৃতীয় শিডিউলে বর্ণিত অধিকার ও কর্তব্যের তালিকায় উল্লিখিত সমস্ত অধিকার, বিশেষ সুবিধা ও ইজমেন্টসমূহও এর অন্তর্ভুক্ত। উক্ত ফ্ল্যাটটি ২য় তলায় অবস্থিত এবং সংযুক্ত মানচিত্র বা নকশায় লাল সীমানা দ্বারা চিহ্নিত উক্ত সম্পত্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে। ...এর অংশবিশেষ, দলিল নং. ১-০৪৬৪৬/১৬ মূলে। চৌহদ্দি : উত্তরে: সুনীল অধিকারীর জমি ও দালান; দক্ষিণে: ১৩ ফুট চওড়া রাস্তা (সর্দার পাড়া, হাতিয়াড়া); পশ্চিমে: শ্রী বাবলু তালুকদারের জমি ও দালান; পূর্বে: শ্রী তরুণ কুমার সর্দার ও কিশোর কুমার সর্দারের জমি।	ক) ১৫.০২.২০২৪ খ) ১৬,৬৭,৮৫৯.৪৫ টাকা এবং প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য চার্জ গ) ১৫.০৬.২০২৪ (প্রতীকী) ঘ) প্রতীকী দখল ঙ) যোগাযোগ: অরুণ কুমার বরিষ্ঠ ব্যবস্থাপক মোবাইল: ৯১১০৯৯০৪৬৭	ক) ১৩.৫০ লক্ষ টাকা খ) ১.৩৫ লক্ষ টাকা (৩০.০৩.২০২৬) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ০৪:০০টা পর্যন্ত ঙ) এসএ/৭০৭/২০২৪ ডিআরটি-৩, কলকাতা-তে

নিয়ম ও শর্তাবলী

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে:

১. সম্পত্তিগুলি ‘‘যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে’’ এবং ‘‘যেমন আছে যা আছে ভিত্তিতে’’ এবং ‘‘সেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে’’ বিক্রি করা হচ্ছে।
২. উপরে তফসিলে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তার সর্বোচ্চ তথ্য অনুসারে বলা হয়েছে, তবে অনুমোদিত কর্মকর্তা এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
৩. বিক্রয়টি https://baanknet.com ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা করা হবে।
৪. বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে https://baanknet.com এবং www.pnbindia.in দেখুন।
৫. সম্পত্তির বিরুদ্ধে কোনও ধরণের আইনগত পাওনার জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না। ক্রেতারা যে কোনও ধরণের কর প্রদানের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন।
৬. দরপত্র জমা দেওয়ার আগে এবং ই নিলাম বিক্রয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের আগে ই নিলাম বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন: শ্রী নীরজ কুমার, প্রধান ব্যবস্থাপক, মোবাইল নম্বর: ৮৯১০০ ৪২৪৬৯, শ্রী হেমরাজ পারেওয়া, প্রধান ব্যবস্থাপক, মোবাইল নম্বর: ৯৮২৯০ ৯৭০৩০, শ্রী সৌরভ চক্রবর্তী, সিনিয়র ব্যবস্থাপক, মোবাইল নম্বর: ৯৬৭৪৯ ৬৮৯১২।

তারিখ: ১৪.০৩.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত কর্মকর্তা (মোবাইল নম্বর: ৯৮২৯০ ৯৭০৩০)
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের জন্য নরেন্দ্র মোদীর রেল ভাবনা

আর্থিক লিপি প্রতিবেদনঃ দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গে রেলের উন্নয়নের গতি ছিল তুলনামূলকভাবে ধীর। অনেক প্রকল্প বছরের পর বছর ধরে অসম্পূর্ণ ছিল এবং রেল পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ সেই গতি পায়নি যা রাজ্যের প্রয়োজন ছিল। এই পরিস্থিতি এখন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় রেলে ঘটে যাওয়া ব্যাপক রূপান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই রূপান্তর কেবল নতুন রেলপথ এবং স্টেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি সংযোগ, সুরক্ষা, যাত্রী সুবিধা এবং অর্থনৈতিক সুযোগের নতুন পথ খুলে দিচ্ছে।পরিসংখ্যান নিজেই এই রূপান্তরকে প্রতিফলিত করে। ২০০৯-১৪ সময়কালে পশ্চিমবঙ্গের জন্য গড় বার্ষিক রেল বাজেট বরাদ্দ ছিল প্রায় ৪,৩৮০ কোটি টাকা। এর বিপরীতে, ২০২৬-২৭ সালের বরাদ্দ তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৪,২০৫ কোটি টাকা। এই অভূতপূর্ব বৃদ্ধি রাজ্যের রেল পরিকাঠামোকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতিকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে।এই বর্ধিত বিনিয়োগ রাজ্যে ব্যাপক পরিকাঠামোগত রূপান্তর ঘটাচ্ছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৯৩,০০০ কোটি টাকার রেল প্রকল্প চালু রয়েছে। এই প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে নতুন ট্র্যাক নির্মাণ, স্টেশন পুনর্নির্মাণ, সুরক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং রেলের সক্ষমতা বৃদ্ধি। লক্ষ্য হলো রাজ্যের প্রতিটি অংশকে দ্রুততর এবং উন্নত রেল সংযোগের সাথে যুক্ত করা।যাত্রীদের অভিজ্ঞতাকে আরও আধুনিক, সুবিধাজনক এবং বিশ্বমানের করে তুলতে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের রেলওয়ে স্টেশনগুলিকে বড় আকারে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। এই উচ্চাভিলাষী কর্মসূচির অধীনে, রাজ্যে মোট ১০১টি রেলওয়ে স্টেশনকে প্রায় ৩,৬০০ কোটি টাকা আনুমানিক ব্যয়ে পুনর্নির্মাণের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এই স্টেশনগুলিকে উন্নত যাত্রী সুবিধা, আধুনিক পরিকাঠামো এবং আকর্ষণীয় অথচ কার্যকরী ডিজাইনের সাথে আপগ্রেড করা হচ্ছে যাতে সেগুলি পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলির জন্য ‘সিটি সেন্টার’ হিসেবেও বিকশিত হতে পারে।

এখন পর্যন্ত রাজ্যের নয়টি রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আনাড়া, বরাভূম, হলদিয়া, জয়চণ্ডী পাহাড় জংশন, কল্যাণী ঘোষপাড়া, কামাখ্যাগুড়ি, পানাগড়, সিউড়ি এবং তমলুক। এগুলোর মধ্যে জয়চণ্ডী পাহাড় জংশন, কল্যাণী ঘোষপাড়া এবং পানাগড়ের পুনর্নির্মিত স্টেশনগুলি ইতিমধ্যেই উদ্বোধন করা হয়েছে।এই আপগ্রেড করা স্টেশনগুলি এখন উন্নত প্রতীক্ষালয়, উন্নত সাইনেজ ও আলোকসজ্জা, ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থা, প্রশস্ত সার্কুলেটিং এরিয়া, ফুড কোর্ট, পার্কিং সুবিধা, যাতায়াতের সুবিধার জন্য পৃথক প্রবেশ ও প্রস্থান পথ, লিফট এবং এসকেলেটর, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং নান্দনিকভাবে ডিজাইন করা স্টেশন বিল্ডিং সরবরাহ করছে। এই সুবিধাগুলি যাত্রীদের জন্য রেল ভ্রমণকে আরও আরামদায়ক, নিরাপদ এবং মনোরম করে তুলছে।রাজ্যে সংযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে এবং যাত্রীদের আধুনিক রেল পরিষেবা প্রদান করতে প্রিমিয়াম ট্রেন পরিষেবাও দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। ভারতীয় রেল পশ্চিমবঙ্গকে দেশের প্রধান শহরগুলোর সাথে যুক্ত করতে বেশ কিছু আধুনিক ও হাই-টেক ট্রেন পরিষেবা পরিচালনা করছে।বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে এক জোড়া বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস পরিষেবা চালু রয়েছে, যা দূরপাল্লার ভ্রমণকে আরও আরামদায়ক ও সুবিধাজনক করে তুলেছে। এ ছাড়া আঠারোটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং বাইশটি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস পরিষেবা রাজ্যের প্রধান শহর ও গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলোকে যুক্ত করছে। এই ট্রেনগুলো যাত্রীদের দ্রুততর, আধুনিক এবং সাশ্রয়ী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান করে।এই পরিষেবাগুলি চালু হওয়ায় ভ্রমণের সময় কমেছে এবং বিশ্বমানের রেল ভ্রমণ নাগরিকদের হাতের নাগালে এসেছে। এগুলি রাজ্যের প্রধান শহর, বাণিজ্যিক কেন্দ্র এবং পর্যটন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সংযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে, যার ফলে আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত হচ্ছে।পশ্চিমবঙ্গ রেল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির সাক্ষী হয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে রাজ্যে প্রায় ১,৪০০ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ করা হয়েছে, যা সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর সম্পূর্ণ রেল নেটওয়ার্কের চেয়েও বেশি।রেল বিদ্যুতায়নেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১,৭১২ কিলোমিটার রেল রুট বিদ্যুতায়িত হয়েছে এবং রাজ্যের রেল নেটওয়ার্ক এখন ১০০ শতাংশ বিদ্যুতায়িত হয়েছে।সুরক্ষা এবং নির্বিঘ্ন যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির জন্য রাজ্যে ৫০০-রও বেশি রেল ফ্লাইওভার এবং আন্ডারপাস নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ভারতীয় রেলের নিজস্ব ট্রেন সুরক্ষা ব্যবস্থা ‘কবচ’-এর সম্প্রসারণ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের ১০৫ রুট কিলোমিটার জুড়ে ইতিমধ্যেই কবচ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছে, যেখানে ১,০৪১ রুট কিলোমিটারে কাজ চলছে। সব মিলিয়ে ৩,২০০ রুট কিলোমিটার জুড়ে এটি কার্যকর করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।পশ্চিমবঙ্গ রেলের উন্নয়নে আরও বেশি গতি পেতে চলেছে। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে কামাখ্যাগুড়ি, তমলুক, হলদিয়া, বরাভূম, আনাড়া এবং সিউড়ির পুনর্নির্মিত রেলওয়ে স্টেশনগুলি শীঘ্রই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধন করবেন।এর পাশাপাশি বেলদা ও দাঁতনের মধ্যে তৃতীয় রেলপথ এবং কলাইকুণ্ডা ও কানিমহুলীর মধ্যে অটোমেটিক ব্লক সিগন্যালিং প্রকল্পটি জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হবে।অতিরিক্তভাবে, পুরুলিয়া এবং আনন্দ বিহার টার্মিনাল (দিল্লি)-এর মধ্যে একটি নতুন এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবার ফ্ল্যাগ অফ করা হবে। এই পরিষেবাটি পশ্চিমবঙ্গ এবং জাতীয় রাজধানীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সুবিধাজনক রেল সংযোগ প্রদান করবে।এই সমস্ত উদ্যোগ যখন একত্রে দেখা হয়, তখন এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে পশ্চিমবঙ্গে রেল উন্নয়নের একটি নতুন অধ্যায় লেখা হচ্ছে। এই রূপান্তর কেবল রেল প্রকল্পের ঊর্ধ্বে, এটি রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বাণিজ্য কার্যক্রম এবং সামাজিক সংযোগকেও ত্বরান্বিত করছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় রেলে ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক পরিবর্তন পশ্চিমবঙ্গে একটি শক্তিশালী, আধুনিক এবং ভবিষ্যৎ-উপযোগী পরিবহন ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করছে। এই ব্যাপক পরিবর্তন ‘বিকশিত ভারতের জন্য বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ’-এর স্বপ্নকে আরও শক্তিশালী করবে।

ফর্ম নং ৩
[দেখুন প্রবিধান-১৩ (১)(ক)]

ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

মামলা নং: ওএ/২১৪/২০২৫

আইনের ১৯ ধারার উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে সমন, যা পঠিত হবে;
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (কার্যপ্রণালী) বিধিমালা, ১৯৯৩-এর
৫ বিধির উপ-বিধি (২এ)-এর সাথে মিলিয়ে

ইএক্সএইচ নং: ৩৩২৪

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মেসার্স এ আর ক্রিয়েশনস, মালিক: মো. মাহবুব আলী এবং অন্যান্য

প্রতি,
(১) মেসার্স এ আর ক্রিয়েশনস, মালিক: মো. মাহবুব আলী
পিতা: শ্রী শওকত আলী,
গ্রাম-মহারাজপাড়, পোঃ-বালি গোকুলপুর, থানা-দৌলতাবাদ, জেলা-মুর্শিদাবাদ,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২৩০২

(২) শ্রী মাহবুব আলী
মেসার্স এ আর ক্রিয়েশনস-এর মালিক
পিতা: শ্রী শওকত আলী,
গ্রাম ও ডাকঘর-হাসানপুর, থানা ও জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২৩০২

(৩) জহুরা বিবি বেওয়া
প্রযত্নে : মোহাম্মদ শওকত আলী, গ্রাম ও ডাকঘর-হাসানপুর, থানা ও জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ,
পিন-৭৪২৩০২

সমন

যেহেতু, ওএ/২১৪/২০২৫ মামলাটি ১৬/০১/২০২৬ তারিখে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার/রেজিস্ট্রারের সামনে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত ছিল।

যেহেতু; আইনের ১৯(৪) ধারার অধীনে, এই মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আপনার বিরুদ্ধে ডেবটস রিকভারির জন্য দায়েরকৃত আবেদন (ওএ)-এর প্রেক্ষিতে সমন/বিজ্ঞপ্তি জারি করতে সদয় হয়েছেন; সাথে উক্ত আবেদনের নথিপত্রের অনুলিপিও সংযুক্ত করা হলো। ঋণের পরিমাণ: ৮২০৫৭৭৫.৭৬/- টাকা (আবেদনপত্র ইত্যাদি সংযুক্ত)।

আইনের ১৯ ধারার উপধারা (৪) অনুযায়ী, আপনাদের অর্থাৎ বিবাদীগণকে নিম্নরূপ নির্দেশ প্রদান করা হচ্ছে:

(অ) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে হবে যে, কেন প্রার্থিত প্রতিকার মঞ্জুর করা হবে না;

(আ) মূল আবেদনপত্রের ক্রমিক নং ৩এ-এর অধীনে আবেদনকারী কর্তৃক সুনির্দিষ্টকৃত সম্পত্তি ও সম্পদ ব্যতীত, আপনাদের মালিকানাধীন অন্যান্য সম্পত্তি বা সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করতে হবে;

(ই) আপনাদেরকে জামানতকৃত সম্পদ অথবা মূল আবেদনপত্রের ক্রমিক নং ৩এ-এর অধীনে প্রকাশিত অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তির কোনো প্রকার লেনদেন বা হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে; এবং সম্পত্তির ক্রোক বা বাজেয়াপ্তকরণের আবেদনের শুনানি ও নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সম্পত্তি কোনো তৃতীয় পক্ষের নিকট হস্তান্তর, বিক্রয় বা অন্য কোনোভাবে স্বত্ব ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে;

(ঈ) ট্রাইব্যুনালের পূর্বানুমতি ব্যতীত;আপনাদের ব্যবসার স্বাভাবিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে না হলে;এমন কোনো সম্পদ যাঁর ওপর জামানতস্বত্ব বিদ্যমান, এবং/অথবা মূল আবেদনপত্রের ক্রমিক নং ৩এ-এর অধীনে সুনির্দিষ্টকৃত বা প্রকাশিত অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর করা যাবে না;

(উ) ব্যবসার স্বাভাবিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জামানতকৃত সম্পদ বা অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থের হিসাব প্রদান করতে আপনারা বাধ্য থাকবেন; এবং উক্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থ সেই ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হিসাবে জমা করতে হবে, যাদের কাছে উক্ত সম্পদের ওপর জামানতস্বত্ব বা নিরাপত্তা স্বার্থ ন্যস্ত রয়েছে।

আপনাদেরকে আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনারা আপনাদের লিখিত জবাব দাখিল করবেন এবং তার একটি অনুলিপি আবেদনকারীকেপ্রদান করবেন; এবং আগামী ২৪/০৩/২০২৬ তারিখে সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় রেজিস্ট্রারের সম্মুখে উপস্থিত হবেন। এতে ব্যর্থ হলে, আপনাদের অনুপস্থিতিতেই আবেদনটির শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হবে।

আমার স্বাক্ষর এবং এই ট্রাইব্যুনালের সীলমোহরযুক্ত হয়ে অদ্য ২৪/০২/২০২৬ তারিখে প্রদত্ত হলো।

ট্রাইব্যুনালের আদেশক্রমে

সমন জারির জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
সহকারী রেজিস্ট্রার,
ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল
শিলিগুড়ি

চেইন টানা বন্ধ করুন, মূল্যবান সময় বাঁচান- অপব্যবহারের বিরুদ্ধে পূর্ব রেলের লড়াই

কলকাতা : আপনি যদি মনে করেন যে অ্যালার্ম চেইন পুলিং আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ট্রেন থামানোর একটি সহজ উপায়, তবে আরও একবার ভাবুন। শ্রী বিপ্লব বাউরির (নাম পরিবর্তিত) কাছে ৬৩১০১ লোকাল ট্রেনে বেথুয়াডহরি যাওয়ার সফরটি ছিল এক মূল্যবান শিক্ষা। কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে ট্রেনটি ছাড়ার মুহূর্তেই তাঁর স্ত্রী উপলব্ধি করেন যে তাঁরা বিখ্যাত সরভাজা মিষ্টি কিনতে ভুলে গেছেন। প্যানিক বা আতঙ্কের বশবর্তী হয়ে;এবং সম্ভবত মিষ্টি ছাড়া বাড়ি ফেরার ভয়ে;বিপ্লব চেইন টেনে দেন। মিষ্টির স্বাদ নেওয়ার বদলে তাঁকে আরপিএফ -এর মুখোমুখি হতে হয় এবং ১,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়; যা আদতে সেই না কেনা মিষ্টিগুলোকে বাংলার সবচেয়ে দামী মিষ্টিতে পরিণত করে। অন্যদিকে, অয়ন মল্লিকের (নাম পরিবর্তিত) এক ক্ষ্মহিরোক্ষ্ম বন্ধু হওয়ার চেষ্টা তাঁর ছুটি কাটানোর পরিকল্পনাকে আইনি দুঃস্বপ্নে বদলে দেয়। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার সময় তাঁর এক বন্ধু তখনও প্ল্যাটফর্মে দৌড়াচ্ছিলেন। অয়ন বন্ধুকে বাঁচানোর জন্য চেইন টানেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে শ্রীঘরে যেতে হয়। ছুটি বাতিল হয়, ব্যাগ গোছানোই পড়ে থাকে এবং সেই ক্ষ্মহিরোক্ষ্ম তাঁর ছুটি কাটান আরপিএফ হেফাজতে। অননুমোদিত চেইন টানা রেলের শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা এবং পরিবহন নেটওয়ার্কের জন্য একটি লজিস্টিক বিপর্যয়। যখন একজন যাত্রী বৈধ জরুরি অবস্থা; যেমন আগুন, চিকিৎসা সংকট বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া;ছাড়াই চেইন টানেন, তখন ট্রেনের ভ্যাকুয়াম ব্রেক সক্রিয় হয় এবং বিশাল ট্রেনটি মাঝপথে থমকে যায়। এটি কেবল একটি ট্রেনেরই দেরি করায় না; এটি পুরো ডিভিশন জুড়ে একটি বিশাল ক্ষ্মক্যাসকেডিং এফেক্টক্ষ্ম বা ক্রমিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। সেই একটি দাঁড়িয়ে পড়া ট্রেনের পিছনে এক্সপ্রেস, মালগাড়ি এবং শহরতলির লোকালসহ ডজন খানেক ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়তে বা গতি কমাতে বাধ্য হয়। হাজার হাজার অফিসযাত্রী, ছাত্রছাত্রী এবং রোগী তাঁদের মূল্যবান সময় হারান শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির ব্যাগ ভুলে যাওয়া বা বন্ধুর দেরি করে আসার কারণে। এই বেপরোয়া আচরণ পূর্ব রেলের সামগ্রিক সময়ানুবর্তিতাকে বিঘ্নিত করে এবং হাজার হাজার নির্দোষ যাত্রীর মানসিক ও শারীরিক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন যে, তুচ্ছ কারণে অ্যালার্ম চেইন টানা কেবল একটি ব্যক্তিগত ভুল নয়, বরং এটি একটি গুরুতর অপরাধ যা পুরো রেল নেটওয়ার্কের সময়ানুবর্তিতাকে বিপন্ন করে এবং হাজার হাজার সহযাত্রীর অসুবিধা সৃষ্টি করে। এই সংক্রান্ত আইন অত্যন্ত কঠোর এবং আপসহীন। রেলওয়ে আইনের ১৪১ নম্বর ধারা অনুযায়ী, যুক্তিসঙ্গত এবং পর্যাপ্ত কারণ ছাড়া কোনো ব্যক্তি অ্যালার্ম চেইন টানলে তাঁর এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, ১,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে। ২০২৪-২৫ সময়কালে এই অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে, যেখানে ৪৩৯৪টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে এবং ৪১৭২ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ধরনের অপরাধীদের কাছ থেকে মোট ১৯,৬৪,৫৯১ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। পূর্ব রেল সমস্ত যাত্রীদের কাছে আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছে যে তাঁরা যেন জনসম্পত্তি এবং সহযাত্রীদের সময়ের মূল্য দেন। অনুগ্রহ করে স্টেশনে আগে পৌঁছান এবং ট্রেনে ওঠার আগে আপনার জিনিসপত্র পরীক্ষা করে নিন। অ্যালার্ম চেইন একটি জীবনদায়ী সরঞ্জাম, আপনার সুবিধার সুইচ নয়। মুহূর্তের বিচারবুদ্ধিহীন কাজ যেন আপনার জীবনে স্থায়ী অপরাধের রেকর্ড না আনে এবং একটি সুন্দর যাত্রাকে নষ্ট না করে।

লঞ্চ হল টিভিএস অরবিটার ভি১

শিলিগুড়ি: দুই ও তিন চাকার যানবাহন ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী শীর্ষস্থানীয় সংস্থাগুলির একটি; টিভিএস মোটর কোম্পানি (টিভিএসএম), আজ তাদের ইলেকট্রিক ভেহিকল পোর্টফোলিওকে আরও শক্তিশালী করে লঞ্চ করল টিভিএস অরবিটার ভি১। ১.৮ ব্যাটারি-সহ এই মডেলটি সংস্থার ইভি লাইনআপে সবচেয়ে সহজলভ্য ইলেকট্রিক স্কুটার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর পাশাপাশি সংস্থাটি তাদের সমগ্র ইভি পোর্টফোলিও জুড়ে ব্যাটারি-অ্যাজ-আ-সার্ভিস মডেলও চালু করেছে, যা গ্রাহকদের জন্য একটি নতুন ও আরও নমনীয় মালিকানার বিকল্প তুলে ধরছে।টিভিএস অরবিটার ভি১-এর সংযোজন এবং ব্যাটারি-অ্যাজ-আ-সার্ভিস চালুর মাধ্যমে টিভিএস মোটরের ইভি স্কুটার রেঞ্জ এখন শুরু হচ্ছে ৪৯,৯৯৯ টাকা থেকে (এক্স-শোরুম, দিল্লি; পিএম ই-ড্রাইভ-সহ)। ব্যাটারি-অ্যাজ-আ-সার্ভিস মডেলটি প্রাথমিক খরচ কমাতে সাহায্য করে, একই সঙ্গে গ্রাহকদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ব্যাটারি নিশ্চয়তা ও নির্ভরতার আশ্বাস প্রদান করে। যেসব গ্রাহক টিভিএস অরবিটার ভি১-কে ক্ষখখ(ছাড়াই কিনতে চান, তাঁরা সেটি ৮৪,৫০০ টাকায় (এক্স-শোরুম, দিল্লি; পিএম ই-ড্রাইভ-সহ) ক্রয় করতে পারবেন।ডিজাইন দর্শন-টিভিএস অরবিটার ভি১-এর ডিজাইনের মূল ভাবনায় রয়েছে আধুনিকতা, আকর্ষণ এবং ব্যবহারিকতার এক সুন্দর মেলবন্ধন। বাহ্যিক সৌন্দর্য ও দৈনন্দিন ব্যবহারের সুবিধার মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে এই স্কুটারটি তৈরি করা হয়েছে।এর ৮৪৫ মিমি লম্বা ফ্ল্যাট-ফর্ম সিট চালক ও পিছনের আরোহী; দু’জনেরই আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করে। পাশাপাশি, ২৯০ মিমি স্ট্রেট-লাইন ফুটবোর্ড পর্যাপ্ত লেগরুম দেয়, ফলে রোজকার যাতায়াত আরও স্বচ্ছন্দ হয়। চওড়া ও সোজা হ্যান্ডেলবার চালককে দেয় স্বাভাবিক ও আরামদায়ক রাইডিং পজিশ্শন, যা প্রতিদিনের পথ চলাকে করে তোলে আরও সহজ। এছাড়াও, স্কুটারটিতে রয়েছে ৩৪ লিটারের আন্ডার-সিট স্টোরেজ, যেখানে সহজেই দু’টি হেলমেট রাখা যায়; যা এর দৈনন্দিন ব্যবহারিকতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। ব্যাটারি-অ্যাজ-আ-সার্ভিস - মালিকানার ভাবনায় নতুন দিশা টিভিএস মোটর তাদের সমগ্র ইভি পোর্টফোলিও জুড়ে ব্যাটারি-অ্যাজ-আ-সার্ভিস বা ব্যাটারি-অ্যাজ-আ-সার্ভিস চালু করেছে। এর ফলে গ্রাহকদের আর শুরুতেই ব্যাটারির পুরো দাম একসঙ্গে দিতে হবে না; বরং ব্যাটারি ব্যবহারের জন্য সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক মডেল বেছে নেওয়া যাবে।এই ব্যবস্থায় গাড়ির দাম এবং ব্যাটারির খরচ আলাদা করে দেখানো হয়, ফলে একটি ইভি কেনার সময় প্রাথমিক খরচ কতটা এবং পরবর্তীতে চালানোর খরচ কী হতে পারে, সে সম্পর্কে গ্রাহকদের ধারণা আরও পরিষ্কার হয়। পুরো পোর্টফোলিও জুড়ে বি এ এ এস চালু করার মাধ্যমে টিভিএস মোটর-এর এই উদ্যোগ ইভি মালিকানায় বাড়তি নমনীয়তা এনে দেওয়ার পাশাপাশি আরও বৃহত্তর গ্রাহকগোষ্ঠীর কাছে এটিকে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে।টিভিএস মোটর কোম্পানি তাদের সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক স্কুটার রেঞ্জে ব্যাটারি-অ্যাজ-আ-সার্ভিস মডেলের মাধ্যমে একটি ভিন্নধর্মী অফার নিয়ে এসেছে, যার মূল সুবিধাগুলি হলো- প্রারম্ভিক খরচ কম;মূল্য শুরু ৪৯,৯৯৯ টাকা থেকে ফ্লেক্সি পেমেন্ট প্ল্যান শুরু ৮৬২ টাকা প্রতি মাসে ব্যাটারি-অ্যাজ-আ-সার্ভিস সাবস্ক্রিপশনের সঙ্গে সর্বোচ্চ ৫ বছর বা ৭০,০০০ কিমি পর্যন্ত এক্সটেন্ডেড ওয়ারেন্টি অন্তর্ভুক্ত নির্বাচিত ব্যাটারি- অ্যাজ-আ-সার্ভিস মেয়াদকালে প্রতি মাসে সীমাহীন ব্যবহার সুবিধা এই সম্পর্কে গৌরব গুপ্তা, প্রেসিডেন্ট , ইন্ডিয়া টু-হুইলার বিজনেস, টিভিএস মোটর কোম্পানি বলেন, তটিভিএস মোটর ইতিমধ্যেই একটি শক্তিশালী ও সুসংগঠিত ইভি পোর্টফোলিও গড়ে তুলেছে, এবং টিভিএস অরবিটার ভি১-এর লঞ্চ আমাদের ইলেকট্রিক স্কুটার রেঞ্জে সবচেয়ে সহজলভ্য প্রবেশপথ যুক্ত করে এই লাইনআপকে আরও শক্তিশালী করেছে। এর পাশাপাশি ব্যাটারি-অ্যাজ- আ-সার্ভিস চালু করা ইভি মালিকানার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নির্দেশ করে। গাড়ির মূল্যের সঙ্গে ব্যাটারি ব্যবহারের খরচ আলাদা করার মাধ্যমে আমরা গ্রাহকদের জন্য আরও বেশি নমনীয়তা প্রদান করছি, যাতে তারা মোট মালিকানা ব্যয়ের একটি পরিষ্কার ধারণা পেতে পারেন।এই প্রসঙ্গে অনিরুদ্ধ হালদার, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট , হেড কমিউটার অ্যান্ড ইভি বিজনেস এবং হেড কর্পোরেট ব্র্যান্ড অ্যান্ড মিডিয়া, টিভিএস মোটর কোম্পানি বলেন, তইভি ক্ষেত্রে আমাদের নেতৃত্বকে আরও সুদৃঢ় করা এবং আস্থা ও উদ্ভাবনের শক্ত ভিত্তির ওপর ভর করে ভারতের ইলেকট্রিক মোবিলিটি যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গত বছর লঞ্চ হওয়া টিভিএস অরবিটার ভি২ গ্রাহকদের কাছ থেকে অত্যন্ত ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে, এবং এই লাইনআপ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছে। টিভিএস অরবিটার ভি১-এর লঞ্চ সেই উপলব্ধিরই প্রতিফলন, যা শহরাঞ্চলে দৈনন্দিন যাতায়াতের জন্য আরও সহজলভ্য একটি বিকল্প নিয়ে এসেছে। পাশাপাশি আমরা বিশ্বাস করি, ব্যাটারি-অ্যাজ-আ-সার্ভিস -এর মতো মালিকানা মডেলের ফলে টিভিএস-এর ইভি পোর্টফোলিও সারা দেশে ইলেকট্রিক গাড়ির গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে এবং ইভি গ্রহণের গতি ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রিটেল রিকভারি বিভাগ, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি,
দ্বিতীয় তলা, কলকাতা, পিন-৭০০০১৭
ল্যান্ডলাইন: ০৩৩-৬৬৫৫৭৭৪৬, ফোন নম্বর: ৯৫৮৪৩০০৭৮৭
ওয়েবসাইট:-www.idbibank.in,
CIN : L65190MH2004GOI148838

স্থাবর সুরক্ষিত সম্পত্তির জন্য সারফেসি আইনের অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল, ২০০২ এর বিধি ৮(৬) এর শর্তাবলী সহ পঠিত।

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা এবং জামিনদারদের (গণ) কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার বাস্তব দখল আইডিবিআই ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, তা ‘‘যেমন আছে যেখানে আছে’’, ‘‘যেমন আছে যা আছে’’, এবং ‘‘যা আছে যা আছে তার সর্বোত্তম’’ ভিত্তিতে ৩০.০৩.২০২৬ তারিখে বিক্রি করা হবে।

১) ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/ বন্ধকদারের নাম ২) ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর ৩) শাখার নাম	(ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ (খ) দখল তারিখ (গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বকেয়া অর্থাঙ্ক	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বকেয়া অর্থ জমা (ই.এম.ডি.) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) ই-নিলামের তারিখ	দখলের ধরন
১. অয়নাভ দত্ত (ঋণগ্রহীতা) ২. অ্যাকাউন্ট নং. [illegible] এবং [illegible] ৩. শাখা- [illegible]	ক) ২৭-০৬-২০২৫ খ) ২০-০৯-২০২৫ গ) [illegible] টাকা [illegible]	‘‘অর্কিড অ্যাপার্টমেন্ট’’ নামে পরিচিত নবনির্মিত ভবনে অবস্থিত ‘‘অর্কিড অ্যাপার্টমেন্ট’’-এর নীচতলায় ৪০০ বর্গফুট আয়তনের সম্পূর্ণ স্বাধীন আবাসিক ফ্ল্যাট, [illegible] মৌজা-সোদপুর, জে.এল. নং ৮-এ অবস্থিত। [illegible] খতিয়ান নং ১২০, পানিহাটি পৌরসভার স্থানীয় সীমানার মধ্যে ১৭ নং ওয়ার্ডের অধীনে, হোল্ডিং নং ৯, [illegible] বৈকুণ্ঠ গাঙ্গুলি রোড, পি.ও. সোদপুর, থানা- খড়দহ, কলকাতা-৭০০১১০, এ.ডি.এস.আর. সোদপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, এবং এর উপর প্রস্তাবিত জি + ৩ বহুতল ভবন। সম্পত্তিটি নিম্নরূপে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধঃ- উত্তরে: ১২ ফুট প্রশস্ত বৈকুণ্ঠ গাঙ্গুলি রোড; দক্ষিণে: ৩ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ; পূর্বে: [illegible]; পশ্চিমে: ৩ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ।	ক) ৮.২৫ লক্ষ খ) ৮২,৫০০/- টাকা গ) ৫,০০০/- টাকা ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ তারিখে	বাস্তবিক

দরপত্রের নথিতে উল্লেখিত শর্তাবলীর সারাংশ:
১. বিক্রয়টি ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://www.bankeauctionwizard.com [illegible] [www.bankeauctionwizard.com] ৩০.০৩.২০২৬ তারিখে [illegible]
২. [illegible]
৩. [illegible]
৪. [illegible]
৫. আরও বিস্তারিত তথ্য এবং সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী; ওয়েবসাইট: www.idbibank.in এবং https://www.bankeauctionwizard.com এ পাওয়া যাবে। ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট [www.idbibank.in] দেখুন [illegible]
৬. [illegible]
৭. [illegible]

তারিখ: ১৪.০৩.২০২৬
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ

অনুমোদিত আধিকারিক
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড